www.arisumu.com

Scanned By Arivirus

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেন্স

www.arisumu.com

www.arisumu.com

সম্পাদক

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ
স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

চতুর্থ সংস্করণ : ১৩৫৫

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা-৪

মূল্য পাঁচ সিকা

www.arisumu.com

চার্লস্ ডিকেন্স্

বিগত শতকে ইংরেজী সাহিত্যে যে ক'জন ঔপন্যাসিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, চার্লস ডিকেন্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উপন্যাসে এত রকম চরিত্রের নরনারীর সমাবেশ আছে, যা শুধু সেক্স্‌পিয়ার ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের আর কোন লেখকের লেখায় পাওয়া যায় না। একজন সমালোচক রসিকতা করে বলেছিলেন যে, ডিকেন্সের উপন্যাসের চরিত্রগুলো যদি সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, তা'হলে একটা ছোটখাট সহর বসে যাবে।

ডিকেন্স গরীবের ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন সামান্য কেরাণী; দেনার দায়ে তাঁর মাথার চুল অবধি বিকিয়ে গিয়েছিল। ঋণের দায়ে তাঁকে একবার জেল খাটতেও হয়, চার্লসের বয়স তখন ন' বছর মাত্র। ঘরের পুরানো বাসন-কোসন বেচে তখন মা সংসার চালাতেন। সেই সব কিছু বেচার ভার ছিল তাঁর ওই ন' বছরের বালকের উপর,—ডেভিড কপারফিল্ড যা করেছিলেন মিষ্টার মিকবারের সংসারে। সেজন্য অনেকের ধারণা, ডেভিড কপারফিল্ড ডিকেন্সেরই আত্মকথা। ডেভিডের মতই চার্লসকে এগারো বছর বয়সে এক বোতলের কারখানায় কাজ করতে হয়েছিল। 'ওয়েলিংটন হাউস একাডেমি' নামে এক ইস্কুলে চার্লস চার বছর পড়াশুনা করেছিলেন। সেই ইস্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি 'সালেম হাউস' নামে ডেভিড কপারফিল্ডে অমর হয়ে আছে। পনেরো বছর বয়সে চার্লস ওকালতি শিখতে ভর্তি হন; সর্টহ্যাণ্ড শেখাও চলে তার

সঙ্গে। পরে খবরের কাগজের রিপোর্টার হন, এবং সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরী লন। ইতিমধ্যে কিছু কিছু লেখারও সখ জাগে। প্রথম রচনা বেনামীতে পাঠিয়ে দেন এক খবরের কাগজের আফিসে; সেটি ছাপা হবার পর মনে বিশ্বাস জাগে, তখন লেখেন 'পিকউইক পেপার্স'। পিকউইক পেপার্স ছাপা হতে সুরু করে নতুন কাগজ 'ইভ্নিং ক্রনিকলে'। পত্রিকাখানির পঞ্চম সংখ্যা বেরুতে না বেরুতে গ্রাহক সংখ্যা গিয়ে পৌছায় সত্তর হাজারে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়—অলিভার টুইষ্ট, নিকোলাস্ নিকেল্‌বি, ওল্ড কিউরিওসিটি সপ, বার্ণাবি রাজ, মার্টিন চাজেল উইট, ক্রীষ্টমাস ক্যারেল, ডম্‌বে এণ্ড সান্স, ডেভিড কপারফিল্ড, ব্লীক হাউস, হার্ড টাইমস্, টেল অফ টু সিটিজ, দি মিষ্ট্রি অফ এডউইন ড্রড প্রভৃতি।

'ওল্ড কিউরিওসিটি সপ' প্রকাশিত হবার পর আমেরিকা থেকে চার্লসকে অভিনন্দিত করা হয়। সে-দেশ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানে একবার বেড়াতেও যান, কিন্তু মার্কিন মুলুক তাঁর ভালো লাগে নি। তারপর ফ্রান্স ও ইতালিতে ইনি একবার বেড়িয়ে আসেন।

ডেভিড কপারফিল্ডে ডিকেন্সের ব্যক্তিগত জীবনের বহু অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। মিষ্টার মিকবারের চরিত্র, মার্ডষ্টোন এণ্ড গ্রিনবির বোতলের কারখানা, সালেম হাউস ইস্কুল, ওকালতি পড়া, সর্টহ্যাণ্ড-শিক্ষা, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ভ্রমণকালীন দৃশ্যাবলি—সব কিছুই চার্লসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

এই বইখানির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের তুলনা চলে।

www.arisumu.com

চরিত্র-সূচী

ডেভিড কপারফিল্ড
ক্লারা কপারফিল্ড (ডেভিডের মা)
মিস্ বেট্‌সি ট্রট্‌উড (ডেভিডের ঠাকুমা)
মিষ্টার মার্ডষ্টোন
মিস্ মার্ডষ্টোন (মিষ্টার মার্ডষ্টোনের বোন)
মিস্ ক্লারা পিগোটি (বাড়ীর ঝি)
মিষ্টার পিগোটি (মিস্ পিগোটির ভাই)
হ্যাম্ (মিষ্টার পিগোটির ভাইপো)
এমিলি (মিষ্টার পিগোটির বোনের মেয়ে)
মিসেস গ্যামিজ (মিষ্টার পিগোটির বন্ধুর বিধবা স্ত্রী)
বার্কিস (গাড়োয়ান)
মিষ্টার ক্রিকেল (ইস্কুলের হেড মাষ্টার)
মিষ্টার মিকবার
মিসেস মিকবার
জেনেট (মিস্ বেট্‌সির ঝি)
মিষ্টার ডিক্
মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড (এটর্ণি)
মিস্ আগ্‌নেস্ (উইকফিল্ডের মেয়ে)
ইউড়িয়া হিপ্ (উইকফিল্ডের ছাত্র)
মিষ্টার স্পেনলো (এটর্ণি)
ডোরা (স্পেনলোর মেয়ে)
মিসেস ক্রুপ (বাড়ীওয়ালী)

কথাশিল্পী
শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু—

ডেভিড কপারফিল্ড বিরাট বই, তাকে কিশোরদের জন্য সংক্ষিপ্ত করা সহজ নয়, তাতে রসক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, অপ্রয়োজনে বহু চরিত্রও অনিবার্য্য কারণে বাদ দিতেই হয়। তবু গল্পের মূল কাঠামো-টুকু যতদূর ছোটদের জন্য পরিবেশন করা সম্ভব, তা করার চেষ্টা করেছি। তথাপি যদি ত্রুটি কিছু থাকে সে আমার অক্ষমতা। —লেখক

www.arisumu.com

Scanned By Arivirus

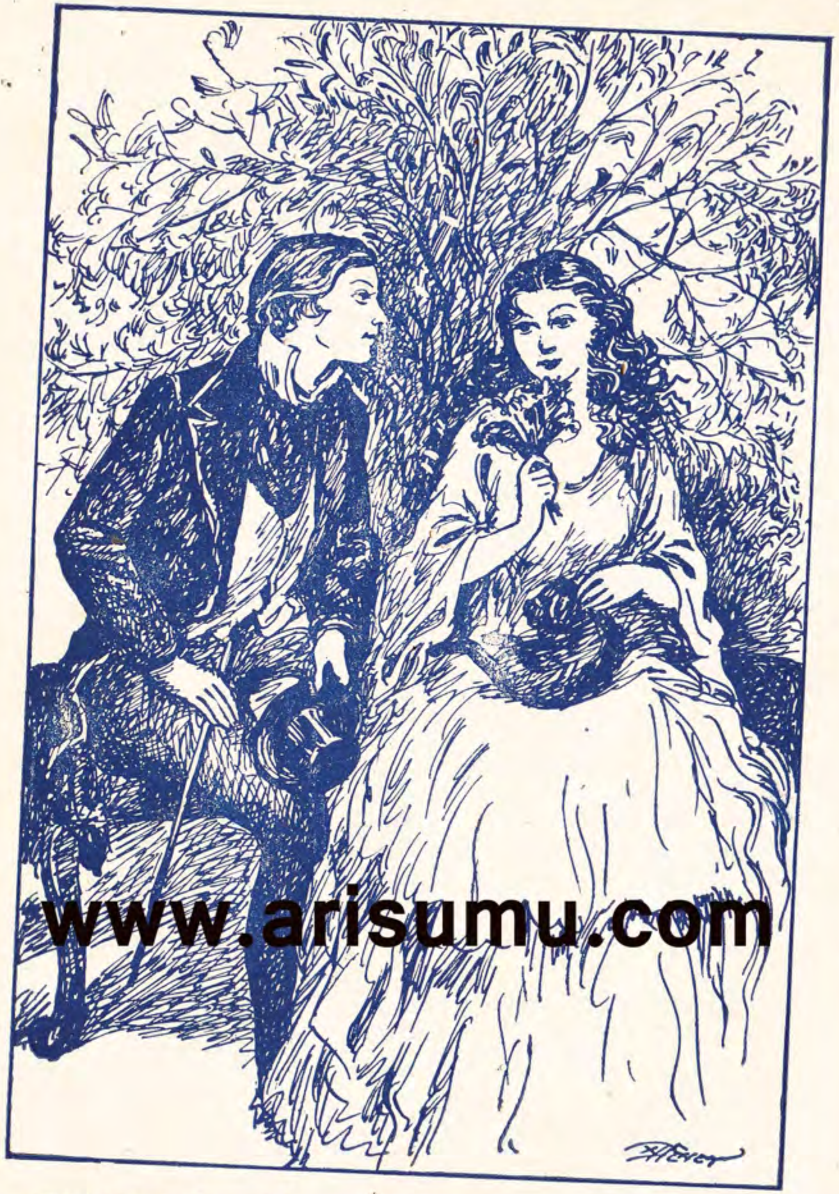
www.arisumu.com

ডোরা বললো—মিস্ মার্ডষ্টোনকে আমি ছু'চোখে দেখতে পারিনে —পৃষ্ঠা ৭৮

www.arisumu.com

'সাফোকের' কাছাকাছি ছোট একটি গ্রাম, তার নাম 'ব্লান্ডারষ্টোন'। এই গ্রামটির বুকেই এক শুক্রবার রাত্রে ডেভিড কপারফিল্ডের জন্ম হোল।

আপনার জন বলতে ডেভিডের মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে ভূমিষ্ঠ হবার ছ'মাস আগেই তার বাবা মারা যান। মিস্ বেট্সি বলে তার বাবার এক খুড়ী ছিলেন, কিন্তু ডেভিড তাঁকে কোনদিন দেখেনি।

মিস্ বেট্সি সত্যই 'মিস্' ছিলেন না, তাঁর বিয়ে হয়েছিল অনেক দিন আগে। তাঁর স্বামীর বয়স ছিল কম, দেখতে শুনতেও তিনি ভালো ছিলেন, কিন্তু মেজাজটি ছিল ভারী

বদ্‌রাগী। যখন-তখন বেট্‌সির সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হোত, দু'এক ঘা প্রহার দিতেও ছাড়তেন না। একদিন তো তিনি জানালা দিয়ে বেট্‌সিকে বাইরে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন।

সম্পর্ক আর টিকলো না। একদিন বেট্‌সি স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। অবশ্য এর জন্য তাঁর অনেক টাকা দিতে হোল তাঁর স্বামীকে। তিনি সেই টাকা নিয়ে চলে যান ভারতবর্ষে। বছর দশেক বাদে সেখান থেকে খবর এলো যে, তিনি আর বেঁচে নেই।

বেট্‌সি ইতিমধ্যে নিজের নামের আগে আবার 'মিস্' জুড়ে দিলেন, এবং সমুদ্রের ধারে এক নির্জন পল্লীতে একখানি বাড়ী কিনে একা বাস করতে লাগলেন।

মিস্ বেট্‌সি এ সংসারে একটিমাত্র লোককেই ভালবাসতেন, সে ডেভিডের বাবা। কিন্তু ডেভিডের বাবা যে দিন তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করে বসলেন, সেদিন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, এ বাড়ীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখলেন না।

বিয়ের পর ডেভিডের বাবা মাত্র বছর খানেক বেঁচে ছিলেন, বেট্‌সির সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় নি।

ডেভিডের মাও বেট্‌সিকে কখনও দেখেন নি, তবে স্বামীর মুখে শুনেছিলেন তাঁর কথা।

ডেভিডের বাবা মারা যাবার মাস ছ'য়েক বাদে হঠাৎ একদিন বেট্‌সি ওদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

কাউকে কিছু না বলে, কোন ডাকাডাকি না করে, বরাবর মিলিটারী কায়দায় এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। ডেভিডের মায়ের সামনে এসে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—তুমিই তো কপারফিল্ডের স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—আমি তার খুড়ী বেট্‌সি ট্রট্‌উড্।

বেট্‌সি ভিতরে এসে বসলেন, ক্লারা কেঁদে ফেললো। কান্না থামলে বেট্‌সি বললো—টুপিটা একবার খুলে ফেল তো, তোমার মুখখানা একবার দেখি!

ক্লারা টুপি খুললো, রেশমী চুলগুলো সুন্দর মুখখানির চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। বেট্‌সি বললো—এঃ! তুমি যে একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি!

সেই কথা শুনে ক্লারার চোখে আবার জল এলো!

বেট্‌সি এবার অন্য কথা পাড়লো, বললো—আমি তো ভেবেই পাই না এই বাড়ীটির কেন নাম দেওয়া হোল, 'নীড়'।

ক্লারা বললো—আমার স্বামীই এই নাম দিয়েছিলেন, এর আশেপাশে অনেক পাখীর বাসা আছে কিনা তাই।

—কই, আমি তো পাখী কোথাও দেখছি না! চারপাশে কোথাও একটা পাখী নেই, আর বাড়ীর নাম 'নীড়'—পাখীর বাসা। কপারফিল্ডের যত সব আহাম্মকী।

ক্লারা সইতে পারলো না, বললো—দেখুন আমার স্বামী

মারা গেছেন, আর আমার সামনে আপনি তাঁকেই এমনি গালাগালি করছেন?

শরীর দুর্ব্বল ছিল, উত্তেজনায় ক্লারা অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

বেট্সি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো—তোমার কবে সন্তান হবে বলে মনে হয়?

—কি জানি, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমি মরে যাবো হয়তো!

—না না, ও কিছু না, তুমি ভয় পেয়েছ বলেই এমনি মনে হচ্ছে। একটু চা খেয়ে নাও, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।… হ্যাঁ, তোমার ঝিয়ের নামটা কি? কি বলে ডাকবো?

—ওর নাম পিগোটি।

—পিগোটি! কি বিশ্রী নাম, কোন ক্রিশ্চান্ মেয়ের এমন নাম শুনেছ?

—ওটা ওর পদবী, আমার স্বামী ওকে ওই নামে ডাকতেন, কারণ ওর আসল নাম আর আমার নাম এক কিনা, তাই!

তখুনি বেট্সি পাকা গিন্নীর মত জোর গলায় ডাক দিলেন—ও পিগোটি, তোমার মায়ের জন্য শিগ্গির এক কাপ চা তৈরী করে আনো—

তারপর বেট্সি অন্য কথা পাড়লেন—তোমার ছেলে হবে কি মেয়ে হবে বলে মনে হয়? আমার মনে হয় তোমার মেয়েই হবে।

—ছেলেও তো হতে পারে।

—কথার উপর কথা বলো না। আমি জানি তোমার মেয়ে হবে। তোমার মেয়ে আমার কাছেই থাকবে, আমি হবো তার ধর্ম্ম-মা! তার নাম হবে বেট্সি ট্রট্উড্ কপারফিল্ড। আমিই তাকে মানুষ করবো। এমনভাবে মানুষ করবো যেন সহজে সে কারুর কাছে না ঠকে, কেউ তার কোন অনিষ্ট করতে না পারে।

এই সময় ক্লারার মুখ-চোখের অবস্থা কেমন যেন হয়ে পড়লো। পিগোটি চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সেটা নজরে পড়লো, তখনি সে ক্লারাকে উপর তলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে শুইয়ে দিলে।

একটু পরেই ডাক্তার ও ধাই এসে পৌঁছালো। তারা কেউ বেট্সিকে এর আগে কখনও দেখেনি। দু'জনেই বিস্মিত হোল।

ক্লারাকে দেখে ডাক্তার যখন নীচে নামলো, বেট্সি তখন আগুন পোহাচ্ছে—তাঁর কানে খানিকটা তুলো গোঁজা। মাঝে মাঝে তুলোটা খুলছেন আবার তখনি বন্ধ করছেন।

কিছুক্ষণ বসে বসে ডাক্তার দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—ম্যাডাম্, আপনার কানে কি কোন যন্ত্রণা হচ্ছে?

—তোমার মাথা হচ্ছে! নিরেট কোথাকার!

ডাক্তার আর কি বলবেন, চুপ করে রইলেন; একটু বাদেই উপরে তাঁর ডাক পড়লো।

রাত বারোটা নাগাদ ডাক্তার নীচে নামলেন। বললেন—যাক্ কাজ শেষ হোল। আর ভাবনার কোন কারণ নেই।

বেট্‌সি বসে ছিলেন, বললেন—সে কেমন আছে, মেয়েটি?

—মেয়ে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুকী,—নবজাত শিশুটি কেমন আছে?

—সে কি! আপনি জানেন না নাকি? মেয়ে তো হয় নি, ছেলে হয়েছে! ভালোই আছে।

বেট্‌সি আর কোন কথা বললেন না, টুপিটা মাথায় দিয়ে সেই রাত্রেই বা'র হয়ে গেলেন। আর কোনদিন তিনি এ বাড়ীতে আসেন নি।

বড় হয়ে ডেভিড মায়ের কাছে এই গল্প শুনেছিল।

ডেভিড, মা আর পিগোটি ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। ঝি হলেও পিগোটিই ছিল বাড়ীর গিন্নী। ডেভিড ও তার মা হু'জনেই পিগোটিকে ভয় করতেন। পিগোটি যা বলতো তাই তারা মেনে চলতেন।

www.arisumu.com

নীচের তলায় পিগোটি বসে বসে রাঁধতো। রান্নাঘরের পিছনে ছিল খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একপাশে একটি খুঁটির মাথায় কতকগুলো পায়রার খোপ আর এক কোণে একটি কুকুরের ঘর। কিন্তু পায়রাও ছিল না, কুকুরও ছিল না। শুধু এদিকে-ওদিকে কয়েকটি মুরগী চরে বেড়াতো।

রান্নাঘরের সামনে দিয়ে সদর দরজা অবধি পথ চলে গেছে। সেই পথের পাশে হু'খানি বৈঠকখানা ঘর। তারই একখানিতে ডেভিডকে নিয়ে পিগোটি ও মা সন্ধ্যাবেলা বসতেন। কখনো কখনো মা বাইবেল পড়ে শোনাতেন।

ঘুম ভাঙলেই শোবার ঘরের জানালা দিয়ে ডেভিডের চোখে পড়তো এল্‌মগাছের ডালে একটা দাঁড়কাকের বাসা হাওয়ায় ঢুলছে।

দিনগুলো স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেভিডের বরাতে বেশী দিন তা সইলো না।

ডেভিড তখন একটু বড় হয়েছে, সবেমাত্র বই পড়তে শিখেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা পিগোটির কাছে বসে কুমীরের গল্প পড়ছে, এমন সময় বাগানের ঘণ্টাটি বেজে উঠলো। ডেভিড ও পিগোটি বাইরে এসে দেখলো: ক্লারা ও তার পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটিকে দেখতে ভারি সুন্দর। দেখেই ডেভিড় চিনলো—গত রবিবার এই লোকটিই গির্জা থেকে তাদেরকে বাড়ী অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন।

মা ডেভিডকে কোলে তুলে নিলেন। ভদ্রলোকটিও এগিয়ে এসে আদর করে ডেভিডের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। মানুষটিকে কিন্তু ডেভিডের ভালো লাগলো না। মায়ের হাতে একবার লোকটির হাত লাগতেই ডেভিড তার হাতখানি সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

মা বকলেন—ছিঃ বাবা ডেভি, ওরকম করতে নেই!

ভদ্রলোক বললেন—ভারি ভালো ছেলে, বেশ মাতৃভক্ত! আমি ওর সঙ্গে এখুনি ভাব করে নিচ্ছি! দেখি বন্ধু, তোমার হাত।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দ্দনের জন্য।

ডেভিড বাঁ হাতখানি বের করে দিল।

—না না, ও হাত নয়।

মা ডেভিডের ডান হাতখানি এগিয়ে দিলেন। ডেভিড কিন্তু সে হাত টেনে নিয়ে বাঁ হাতই আবার বাড়িয়ে দিল। 'খুব সাহসী ছেলে তো!' বলে ভদ্রলোক ডেভিডের বাঁ হাতটিই খুব জোরে নেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ক্রমেই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হোল। তাঁর নাম এডোয়ার্ড মার্ডষ্টোন। বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আসতেন। একদিন ডেভিডকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সমুদ্রতটে ঘুরিয়ে আনলেন, নৌকায় করে সমুদ্রে ঘুরিয়ে আনলেন, কিন্তু তবু কেন জানি না ডেভিডের মন তার উপর প্রসন্ন হোল না।

মাস দুয়েক পরে পিগোটি একদিন বললো—মাষ্টার ডেভি, চলো, দিন পনেরো ইয়ারমাউথে আমার ভাইয়ের বাড়ীতে কাটিয়ে আসি।

—তোমার ভাই মানুষ ভালো তো?

—খুব ভালো লোক। তা'ছাড়া বাড়ীটি একেবারে সমুদ্রের ধারে, নদীতে কত নৌকা, জাহাজ—জেলেরা মাছ ধরছে। খেলতে চাও, আমার ভাইপো হ্যাম্ আছে।—

ডেভিড লাফিয়ে উঠলো, বললো—কিন্তু মা যেতে দেবে তো?

—আমি বললে তিনি 'না' বলবেন না, দেখো। তিনি ফিরে এলেই আমি জিজ্ঞেস করবো।

—কিন্তু মা আমাদিগকে ছেড়ে একলা থাকবেন কেমন করে?

—ওঃ তুমি শোনো নি বুঝি? আমাদের পাড়ার মিসেস্ গ্রেপারের ওখানে অনেক লোকজন আসবে, সেখানেই তোমার মা থাকবেন দিন পনেরো।

—ওঃ, তাহলে আর কথা নেই, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

মা ফিরতেই পিগোটি তাঁকে সব কথা বললো। মা তখনই রাজী হোল। সেই রাত্রেই সব ঠিক হয়ে গেল—গাড়ী ভাড়া, থাকা-খাওয়ার হিসাব পর্য্যন্ত হয়ে গেল।

তারপর একদিন পিগোটি আর ডেভিড ঘোড়ার গাড়ীতে

চড়ে বসলো। গাড়ীতে ওঠার আগে ক্লারা ডেভিডকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। ডেভিডও কাঁদলো। তারপর গাড়ী যখন চলতে স্বরু করেছে, তখন ক্লারা ছুটে এসে গাড়ী থামিয়ে ডেভিডকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বারবার চুমু খেলেন তার মুখে।

গাড়ী আবার চলতে স্বরু করলো। ক্লারা পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল, এমন সময় মিষ্টার মার্ডষ্টোন এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। তিনি যেন তার মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন বলে ডেভিডের মনে হোল। তাঁকে দেখেই ডেভিডের মনটা খারাপ হয়ে গেল। পিগোটির মুখের পানে তাকিয়ে বুঝলো, সেও খুসি হয় নি।

www.arisumu.com

মন্থর গতিতে গাড়ী এগিয়ে চললো। কত অলি-গলি পার হয়ে, কত রাস্তার বাঁক ফিরে, সারাটা দিন গাড়ী চললো। বৈকালবেলা তারা এসে পৌঁছালো ইয়ারমাউথে। মাছের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এলো। এদিকে-ওদিকে নাবিকেরা চলাফেরা করছে দেখা গেল। পিগোটি সহসা চীৎকার করে উঠলো—ওই যে আমাদের হ্যাম্!

হ্যাম্ ওদের জন্যই দাঁড়িয়েছিল। ছ' ফুট লম্বা বিরাট তার চেহারা। ডেভিডকে পিঠে তুলে বাক্সটা বগলে নিয়ে সে এগুলো। সমুদ্রের কিনারায় এসে সে বললো—মাষ্টার ডেভি, ওই আমাদের বাড়ী।

ডেভিড চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কোন বাড়ী দেখতে পেলে না। তবে কাছাকাছি একটা কালো নৌকা চোখে পড়লো, তার মাথায় লম্বা একটা চিম্‌নি, তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ডেভিড জিজ্ঞেস করলো—ওই যে জাহাজের মত দেখতে, ওইটাই কি তোমার বাড়ী নাকি?

হ্যাম্ বললো—হ্যাঁ, ওইটাই তো!

আলাদিনের প্রাসাদ, কি রকপাখীর ডিম পেলেও ডেভিড এতো খুসি হোত না। ওইখানে থাকতে হবে জেনেই ডেভিড উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। একটি পুরানো নৌকার খোল, জানালা দরজা বসিয়ে অপূর্ব্ব হয়েছে। একদিন এটা সত্যিকারের নৌকা ছিল, শত শত বার ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়েছে, আজ মাটির উপর তুলে তার মধ্যে মানুষ বাস করছে, ভাবতে ভাবতে ডেভিডের মনে পুলক জাগে।

ভিতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টেবিল, আলমারী, একটা বড়ো ঘড়ি, ছবি, সবই আছে। পিগোটি একখানি ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে ডেভিডকে বসালো, বললো—এই তোমার থাকবার ঘর।

এক মহিলা এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা করলেন, তার সঙ্গে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, গলায় নীল স্ফটিকের মালা, নাম তার এমিলি।

পিগোটির ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হোল। ডেভিডের সঙ্গে তার দিব্যি ভাব জমে গেল। কথায় কথায় ডেভিড শুনলো—পিগোটির ভাই মিষ্টার পিগোটি বিয়ে করেননি, হ্যাম্ তার ভাইয়ের ছেলে। ভাই জলে ডুবে মারা গেছে, সেই থেকে ভাইপোটিকে তিনি মানুষ করছেন। এমিলি তার ভাগ্নী, ওর বাবাও জলে ডুবে মারা গেছে। আর ওই মহিলাটি পিগোটির বন্ধুর স্ত্রী, মিসেস্ গামিজ। বন্ধু মারা যাবার পর পিগোটি তার ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছেন। এদের নিয়েই মিষ্টার পিগোটির সংসার।

পরদিন সকালে উঠেই এমিলির সঙ্গে ডেভিড বেরিয়ে পড়লো সমুদ্রের ধারে। কত ছুটোছুটি করলো, কত নুড়ি জড়ো করলো, কত খেলা, কত গল্প।

মেয়েটিকে ডেভিডের খুব ভালো লাগলো। তার পানে তাকালেই ডেভিডের মনে হয় সে যেন কোন দেবকন্যা, শুধু দু'খানি ডানা থাকলেই সে স্বর্গে উড়ে যেত। দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইয়ারমাউথের সাগরতটে ঘুরে বেড়াতো।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল, ডেভিড জানতেও পারলো না। শেষে একদিন বাড়ী যাবার

জন্য গাড়ীতে উঠে বসলো। এমিলিকে ছেড়ে আসতে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এমিলির হাতদুটি ধরে ডেভিড বললো—বাড়ী গিয়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখবো।

www.arisumu.com

বাড়ীর কোন কথাই এই ক'দিন মনে ছিল না ডেভিডের, কিন্তু গাড়ীতে উঠেই মনে পড়লো মায়ের কথা, বাড়ীর কথা। গাড়ী যতই বাড়ীর কাছাকাছি আসে, জানাচেনা দৃশ্যগুলো চোখে পড়ে, বাড়ীর জন্য মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শুধুই মনে হয় কখন গিয়ে মায়ের কোলে উঠবে।

দরজার সামনে গাড়ী আসতেই ডেভিড গাড়ী থেকে নেমে পড়লো, দরজা খুলে দিল এক নতুন ঝি! পিগোটির মুখের পানে তাকিয়ে ডেভিড বললো—কই পিগোটি, মা কই?

—ঠিক আছেন, তুমি চলো, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো—পিগোটি তার হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ডেভিড ভয় পেয়ে গেল, বললো—কি হয়েছে পিগোটি?

জামার বোতাম খুলতে খুলতে পিগোটি বললো—মাষ্টার ডেভি, একটা খবর তোমাকে অনেক আগেই বলা আমার উচিত ছিল, তোমার একজন বাবা এসেছেন,—নতুন বাবা।

—নতুন বাবা ?

—হ্যাঁ, তোমার বাবা। তোমার মা আবার একজনকে বিয়ে করেছেন, চল তাকে দেখে আসি—পিগোটি ডেভিডের হাত ধরলো।

ডেভিড বললো—না, তাকে আমি দেখতে চাই না।

—তাকে না দেখতে চাও, তোমার মাকে দেখবে চল—

পিগোটি তার হাত ধরে সোজা বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলো সে ঘরে দুখানি পাশাপাশি চেয়ারে ডেভিডের মা ও মার্ডষ্টোন বসেছিলেন। ডেভিডকে দেখেই মা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু মার্ডষ্টোন তখনই বলে উঠলো—দেখ ক্লারা, ছেলেকে অতো আদর দিও না, সব সময় সংযত হবে।···বাবা ডেভি, কেমন আছ ?

ডেভিড কোন কথা না বলে, মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা কত চুমা খেলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন! তারপর মিষ্টার মার্ডষ্টোনের পানে একবারও না তাকিয়ে ডেভিড ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপর তলায় এসে সে দেখলো, তার শোবার ঘর বদলেছে,

আগের ঘর আর নেই, এ ঘর তার মায়ের ঘর থেকে অনেক দূরে। ডেভিডের দু'চোখ জলে ভরে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়লো।

www.arisumu.com

কোন এক সময় সহসা কার কথায় যেন ডেভিডের ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখলো মা আর পিগোটি এসেছে তার ঘরে।

মা বললেন—ডেভি, কি হয়েছে বাবা ?

—কই, কিছু না তো!—বলে ডেভিড বালিসে মুখ লুকালো।

—ডেভি, ডেভি, বাবা আমার!

ডেভিড এবার কেঁদে ফেললো।

মা বললেন—বুঝেছি, এইসব পিগোটির কাজ, তুমিই আমার ছেলেকে কিছু বলেছ!

পিগোটি বললো—আপনি আমার উপর অবিচার করছেন মিসেস্ কপারফিল্ড, ভগবান্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

এই সময় মিষ্টার মার্ডষ্টোন ঘরে এসে ঢুকলো, বললো—ক্লারা, এসব কি ?

মা বললেন—এই দেখ না, ছেলেটাকে নিয়ে···

—আচ্ছা, তুমি নীচে যাও, ডেভিডকে নিয়ে আমি যাচ্ছি—

বলে মার্ডস্টোন পিগোটির দিকে ফিরে বললো—বাছা, তুমি তোমার মনিবের নাম জান না ?

মা তখন নীচে নেবে গেছেন।

পিগোটি বললো—এতদিন এ বাড়ীতে কাজ করছি আর গিন্নীর নাম জানবো না ?

—ঠিক কথা! কিন্তু আমি উপরে আসবার সময় শুনলাম তুমি তাকে মিসেস্ কপারফিল্ড বলে ডাকছো। সে নাম আর তার নেই, এখন তিনি মিসেস্ মার্ডস্টোন হয়েছেন, তা তুমি জানো, কথাটা মনে রেখো!

পিগোটি মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মার্ডস্টোন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—ডেভিড, দুষ্টু ঘোড়া আর কুকুরকে পোষ মানাতে হয় কি করে জান ?

—জানি না।

—রীতিমত প্রহার দিতে হয়, এবং আমিও সেই ব্যবস্থাই করে থাকি! তোমার মুখে ও কিসের দাগ ?

কিন্তু সে দাগ যে চোখের জলের তা তিনিও জানতেন, ডেভিডও জানতো, কিন্তু ডেভিড সেকথা বললো না।

—তোমার বয়স কম হলে কি হয়, বুদ্ধিটি পাকা। তুমি এরই মধ্যে আমাকে চিনে ফেলেছ দেখছি। মুখ ধুয়ে নাও, তারপর আমার সঙ্গে নীচে চল—

সেদিন একটা মিষ্টি কথা বললে হয়তো ডেভিডের সমস্ত জীবনটাই বদলে যেত, মার্ডস্টোনকে হয়তো সে শ্রদ্ধা করতে পারতো। কিন্তু তা তো হবার নয়।

www.arisumu.com

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মার্ডস্টোনের এক বোন এলো ডেভিডদের বাড়ীতে। তার চেহারা ঠিক ভাইয়েরই মত। গলার স্বরটাও। ডেভিডের পানে তাকিয়ে সে ক্লারাকে বললো—বৌ, এইটি বুঝি তোমার ছেলে? তা বেশ, তবে কি জানো, ছেলেপুলে আমি একেবারেই দেখতে পারি না।

তারপর ডেভিডের পানে ফিরে বললো—কেমন আছ খোকা ?

ডেভিড বললো—আমি ভালোই আছি, আশা করি আপনিও ভালো আছেন।

—ভারী অসভ্য ছেলে তো! এখনও ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখোনি—বলে গট্‌গট্ করে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

পরদিন দিনের আলো ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই

মিস্ মার্ডস্টোন ঘুম থেকে উঠলো, ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকার ঘুম ভাঙ্গালো।

ডেভিডের মা নীচে নেবে এলো চায়ের জল চড়াবার জন্য। মিস্ মার্ডস্টোন সাদরে তার চিবুকটি নেড়ে দিয়ে বললো—আমি এখানে এসেছি তোমাদের সব দেখাশুনা করবো বলে। তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, তোমার কি এতো কাজ করা সহ্য হয়! তোমার চাবির গোছাটি দাও, আমাকেই সব করতে হবে।

ক্লারার কাছ থেকে চাবি নিয়ে সেইদিন থেকেই মিস্ মার্ডস্টোন বাড়ীর গিন্নী হয়ে বসলো।

মিস্ মার্ডস্টোন যা খুসী তাই করতো, ক্লারাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতো না। ব্যাপারটি ডেভিডের মায়ের ভালো লাগছিল না। একদিন কি একটি ব্যাপারে ক্লারা সহসা বলে ফেললো—এ বিষয়ে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

—তার মানে?—মিষ্টার মার্ডস্টোন রুক্ষ হয়ে উঠলো।

—আমার বাড়ীতে আমি একটাও কথা বলতে পাবো না? কেন, আমি কি কিছুই বুঝি না? বিয়ের আগে তো এ সংসার আমিই চালিয়েছি!—বলতে বলতে ক্লারা কেঁদে ফেললো।

মিস্ মার্ডস্টোন এবার কথা বললো—এডোয়ার্ড, আমাকে নিয়েই যখন অশান্তি, তখন আমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—তুমি চুপ কর জেন,—বলে মার্ডস্টোন ক্লারার দিকে ফিরলো—তোমার কথা শুনে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি, তোমাকে ছেলেমানুষ দেখেই আমি আমার বোনকে এখানে আনিয়েছি। সে তোমার জন্য সব কিছু করছে আর তুমি সেজন্য এতটুকু কৃতজ্ঞ নও, ছি ছি—

ক্লারা কেঁদে ফেললো, কাতরভাবে বললো—তুমি আমায় ভুল বুঝো না এডোয়ার্ড, আমি অকৃতজ্ঞ নই। জেন, তুমি আমায় মাপ কর।

সব দোষটাই যেন ক্লারার এমন ভাবে মার্ডস্টোন বললো—থাকগে জেন, তুমি আর এসব কথা মনে রেখো না, ওকে মাপ কর!

তারপর ডেভিডের পানে চোখ পড়তেই বললো—ছোট ছেলের সামনে এসব না ঘটলেই ভালো ছিল। ডেভিড, তুমি শোওগে যাও—

মায়ের এই লাঞ্ছনা দেখে ডেভিড কেঁদে ফেলেছিল, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো, আলোটা অবধি জ্বাললো না।

মায়ের কাছে ডেভিডের লেখাপড়া সুরু হয়েছিল। এখন

মিষ্টার মার্ডষ্টোন আর তার বোন তার উপর তত্ত্বাবধান সুরু করলো।

ওদের দু'জনের মুখের পানে চাইলেই ডেভিডের পড়া ভুল হয়ে যেতো।

সেদিন ডেভিড পড়া দিচ্ছিল, ঘরে মিষ্টার মার্ডষ্টোনও বসেছিলেন। হঠাৎ একটা কথা বাদ পড়ে গেল। মিষ্টার মার্ডষ্টোন কটমট করে তাকালেন। ডেভিডের মুখে আর কথা সরলো না।

ক্লারা বললো—ঠিক করে বল বাবা ডেভি!

মার্ডষ্টোন ধমক দিয়ে উঠলো—তুমি আদর দিয়েই ছেলেটার মাথা খেলে, লেখাপড়া ছেলেখেলা নয়। পড়া তৈরী করেছে, না করেনি?

ক্লারা কোন জবাব দেবার আগেই মিস্ মার্ডষ্টোন বলে উঠলো—ওর পড়া মোটেই তৈরী হয়নি।

ক্লারা ভয়ে ভয়ে বললো—আমারও তাই মনে হচ্ছে, এখনও ভালো তৈরী হয়নি।

মিস্ মার্ডষ্টোন বললো—তা'হলে বই ওর হাতে দাও, পড়া তৈরী করুক।

মা বইখানা ডেভিডের হাতে দিল। যেখানটা ভুল হচ্ছিল দেখিয়ে দিতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মিস্ মার্ডষ্টোন বলে উঠলো—কিচ্ছু বলো না, পড়া তৈরী করুক।

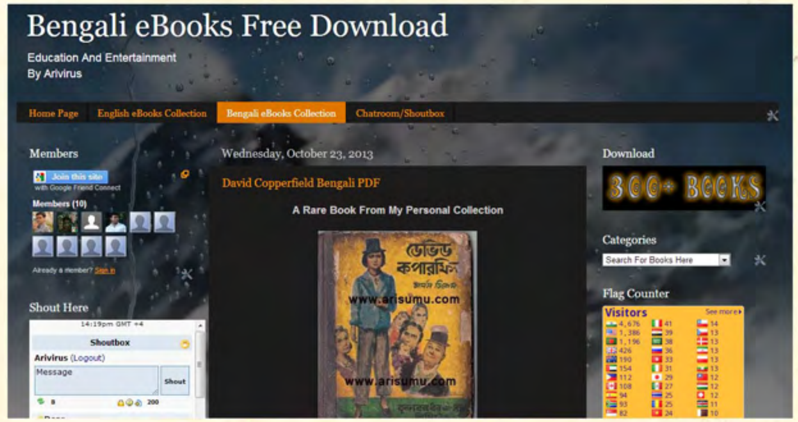

www.arisumu.com

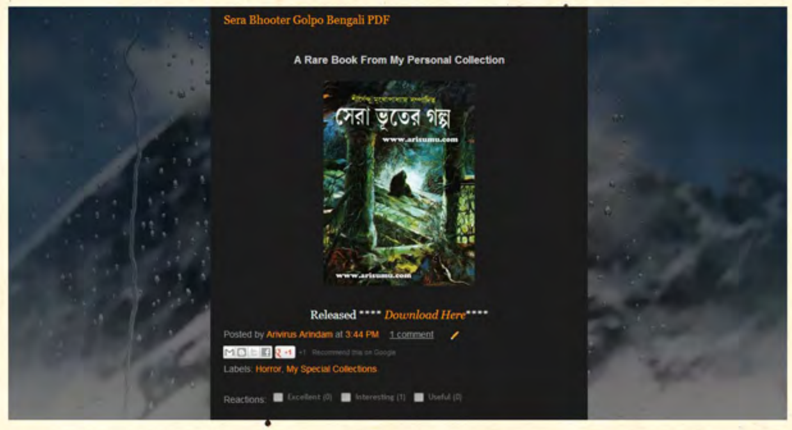

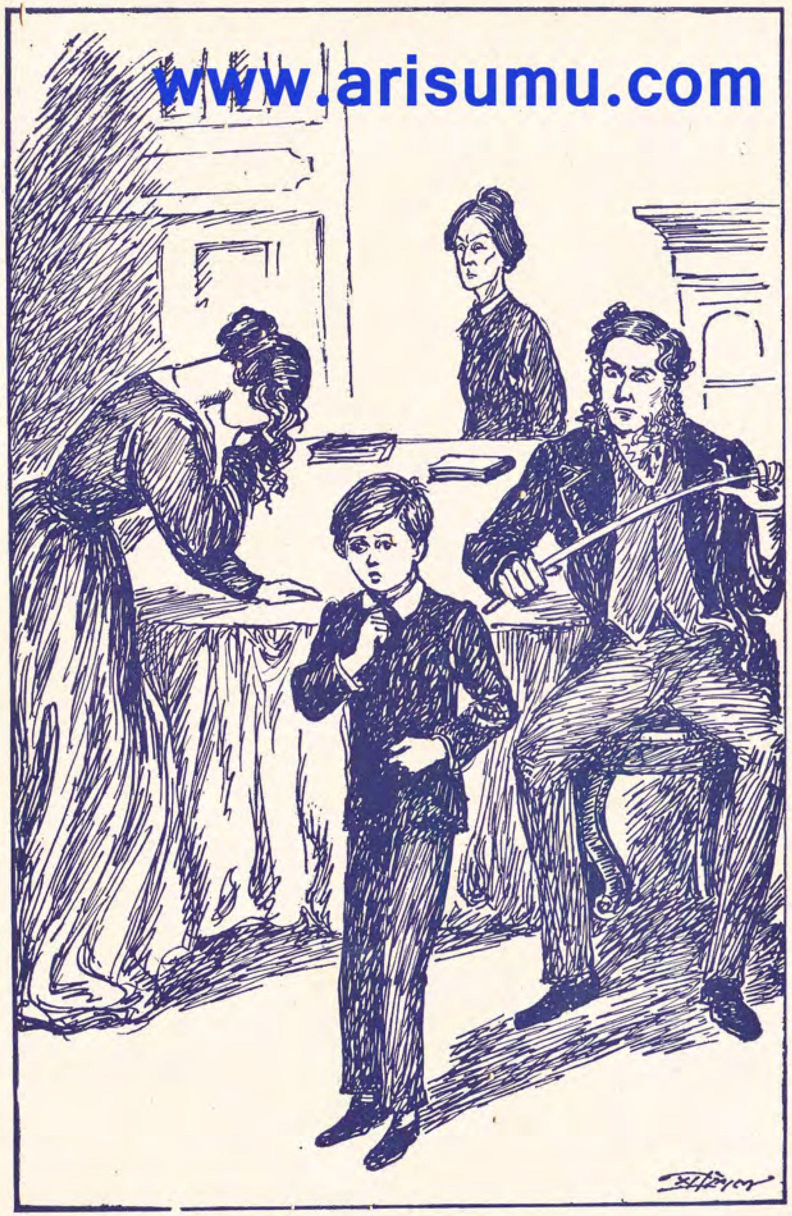
www.arisumu.com

বেতখানি সপ্‌ সপ্‌ করে বাতাসে হু'বার আওয়াজ করলো —পৃষ্ঠা ২৭

কিন্তু ডেভিড আর পড়া তৈরী করবে কী! মিষ্টার মার্ডষ্টোনের টুপি আর মিস্‌ মার্ডষ্টোনের ড্রেসিংগাউন তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, সব পড়া গুলিয়ে যায়, পড়া আর হয় না।

মিষ্টার মার্ডষ্টোন ছুটে এসে বইখানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার গায়ের উপর ছুঁড়ে মারে, কান মলে ঘর থেকে বের করে দেয়।

www.arisumu.com

আবার যেদিন ডেভিড ভালো করে পড়া বলতে পারতো, সেদিনও নিস্তার ছিল না। মিষ্টার মার্ডষ্টোন তখনই একটা প্রকাণ্ড যোগের অঙ্ক দিয়ে বসতেন। সে অঙ্ক ডেভিড করতে পারতো না।

একদিন মার্ডষ্টোন বেত নিয়ে এলো, বললো—দেখি, আজ তোমার পড়া হয় কি না!

বেতখানি সপ্‌ সপ্‌ করে বাতাসে হু'বার আওয়াজ করলো, ডেভিড যাও-বা পড়া তৈরী করেছিল, তাও ভুলে গেল। তার অবস্থা দেখে মা তো কেঁদে ফেললো।

ক্লারা!—মার্ডষ্টোন ধমক দিল, তারপর ডেভিডের হাত ধরে বললো—এসো আমরা উপরে যাই।

মা তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, মিস্ মার্ডষ্টোন তাকে বাধা দিল, বললো—তুমি বড্ড বোকা, কি করে ছেলে মানুষ করতে হয় জান না?

ক্লারা আর এগুতে পারলো না।

উপরের ঘরে গিয়ে মার্ডষ্টোন ডেভিডের ঘাড় চেপে ধরলো।

ডেভিড কেঁদে ফেললো, বললো—আমায় মারবেন না, আমি পড়া তৈরী করতে খুব চেষ্টা করি, কিন্তু আপনাদের ত্ব'জনকে দেখলেই আমি সব ভুলে যাই, সত্যি বলছি।

—তাই নাকি? আচ্ছা, এবার থেকে যাতে ভুলে না যাও আমি সেই ব্যবস্থা করছি!

সপাং সপাং করে পিঠে বেত পড়তে সুরু করলো। ডেভিড যাতনায় অস্থির হয়ে পড়লো। যে হাতে মার্ডষ্টোন ডেভিড্কে ধরে রেখেছিল, দিল সেই হাত কামড়ে!

সপাং সপাং করে পিঠে আরো কত বেত পড়লো। শেষে বোধ হয় নিজে ক্লান্ত হয়ে সেই ঘরের মধ্যে তাকে চাবি দিয়ে রেখে মার্ডষ্টোন নীচে নেবে গেল।

ডেভিড যাতনায় চীৎকার করতে লাগলো, রাগে গড়াগড়ি দিতে লাগলো মেঝের উপর।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ডেভিড্ চুপ করলো। সমস্ত বাড়ীটা তখন থম্‌থম্ করছে, কোথাও যেন মানুষের সাড়া

নেই। ধীরে ধীরে সে উঠে বসলো, আরসীতে নিজের মুখখানি দেখলোঃ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, কি বিশ্রী! বেতের দাগগুলো সারা গায়ে কালো হয়ে ফুলে ফুলে উঠেছে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো। ডেভিড জানালা বন্ধ করে দিল, তারপর জানালার আল্‌সের উপর মাথা রেখে আবার সুরু করলো কান্না।

www.arisumu.com

পরদিন সকালে মিস্ মার্ডষ্টোন এসে ঘুম ভাঙ্গালো, বললো—আধঘণ্টার জন্য বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পার, তার বেশী বাইরে থাকার হুকুম নেই।

তারপর সারাদিন সেই ঘরে বন্দী—নির্জ্জন কারাবাস। কারুর সঙ্গে কথা বলা নেই, কারুর মুখ দেখার উপায় নেই। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে, পাছে বাইরের চেনাজানা ছেলেরা ভাবে সে ঘরে বন্দী হয়ে আছে। শুধু কান পেতে বাইরে শোনে—ঘণ্টা বাজলো··· দরজা খোলা হোল···কে যেন কথা বললো···আকাশপাতাল দুর্ভাবনা জাগে মাথার মধ্যে, অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না।

দীর্ঘ পাঁচটা দিন তো এই ভাবেই কাটলো।

পঞ্চমদিন গভীর রাত্রে সহসা ডেভিডের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হোল কে যেন তার নাম ধরে চুপি চুপি ডাকছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে গিয়ে চাবির গর্তের মধ্যে মুখ রেখে চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করলো—কে? পিগোটি?

—হ্যাঁ ডেভি, আমি। কিন্তু খুব আস্তে আস্তে ইঁদুরের মত চুপি চুপি কথা বল, না হলে বেড়াল শুনতে পাবে।

—মা কেমন আছেন পিগোটি? তিনি কি আমার উপর খুব রাগ করেছেন?

—না বাবা, তোমার উপর রাগ করেন নি।

—আমায় ওরা ক'দিন আটকে রাখবে তা কি তুমি জান?

—তোমাকে ওরা লণ্ডনের কোন এক বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠাবে বলে ঠিক করেছে।

—কবে?

—কাল।

—মার সঙ্গে দেখা হবে না?

—হবে কাল সকালবেলা।…বাবা ডেভি, সোনা আমার, মানিক আমার, তোমার মায়ের জন্য তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মাকে আমি খুব যত্ন করবো…কিচ্ছু ভেবো না। আমি লেখাপড়া ভালো জানি না, তবু তোমাকে ঠিক চিঠি লিখবো।—

ডেভিড শুনতে পেলো পিগোটি কাঁদছে।

পরদিন সকালে যথাসময়ে মিস্ মার্ডষ্টোন এলো। বললো—আজ তোমাকে ইস্কুলে যেতে হবে।

জামা-কাপড় পরে ডেভিড নীচে নেবে এলো। মা বসেছিলেন, মুখ বিবর্ণ, চোখ লাল। ডেভিড ঝাঁপিয়ে পড়লো তার কোলে, বললো—মা, আমাকে ক্ষমা কর।

মা বললো—বাবা ডেভি, তুমি এখন থেকে ভালো হবার চেষ্টা কর, আপনার জনদের মনে কখনও আঘাত দিও না।

মা আরো হয়তো কিছু বলতো, কিন্তু মিস্ মার্ডষ্টোন সামনে বসেছিল, তার ভয়ে আর কিছু বলতে পারলো না। এদিকে ফটকে গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল।

মিস্ মার্ডষ্টোন ডেভিডকে গাড়ীতে তুলে দিল।

মা বললো—বাবা ডেভি, মনে রেখো তোমার ভালোর জন্যই তুমি ইস্কুলে যাচ্ছ। আশা করি ছুটিতে যখন ফিরবে, এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হয়েই ফিরবে! ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

মিস্ মার্ডষ্টোন বললো—আমিও আশা করি তোমার দুর্ব্যবহারের জন্য তুমি অনুতাপ করবে!

ডেভিড কাতর চোখে মায়ের মুখের পানে তাকালো। গাড়ী চলতে সুরু করলো।

খানিকদূর গিয়ে গাড়ী থেমে গেল। ডেভিড তখনও কাঁদছে। পিগোটি ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে গাড়ীতে উঠে পড়লো, দু'হাতে ডেভিডকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। মুখে একটিও কথা বললো না, শুধু তার জামার পকেটে কয়েকটি পিঠে আর একটি টাকার থলি ভরে দিল। তারপর যেমন ভাবে এসেছিল তেমনি ভাবে গাড়ী থেকে নেবে ছুটে পালালো।

গাড়ী আবার চলতে সুরু করলো।

গাড়োয়ানের নাম বার্কিস্। তার সঙ্গে একটু ভাব করার জন্য পকেট থেকে একখানি পিঠে বের করে ডেভিড তার হাতে দিল। বার্কিস্ এক গ্রাসে সেটা গিলে ফেললো, তারপর ডেভিডকে জিজ্ঞেস করলো—এই পিঠেগুলো কি উনি নিজে তৈরী করেছেন ?

—তুমি পিগোটির কথা বলছ ?

—হ্যাঁ, তার কথাই জিজ্ঞেস করছি।

—হ্যাঁ, ওই তো আমাদের বাড়ীতে সব রান্না করে।

—তিনি সব রকম পিঠে রাঁধতে পারেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সব।

—আচ্ছা দেখ, পৌঁছে তুমি তাকে নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে ?

—নিশ্চয়ই লিখবো।

—বেশ তুমি যখন তাকে চিঠি লিখবে, মনে করে একটা

কথা লিখে দিও যে, 'বার্কিস এখনও রাজী আছে।' লিখবে তো ?

—নিশ্চয়ই লিখবো।

—হ্যাঁ, লিখে দিও 'বার্কিস রাজী আছে' তা'হলেই হবে।

—আচ্ছা, তুমি তো ফিরে এসে বিকাল বেলা নিজেই এ কথাটা তাকে বলতে পার।

—না না, সে ঠিক হবে না, তুমিই বরং কথাটা তাকে লিখে দিও।

বিকালে ইয়ারমাউথে গাড়ী পৌঁছালো। ট্রেন আসতে তখনও অনেক দেরী। হোটেল থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ডেভিড পিগোটিকে একখানি চিঠি লিখলো ঃ

প্রিয় পিগোটি,

আমি এখানে নিরাপদে পৌঁছেছি। বার্কিস এখনও রাজী আছে। মাকে ভালোবাসা দিও।

তোমার স্নেহের ডেভি।

পুনশ্চ ঃ বার্কিস বিশেষ করে তোমাকে জানাতে বলেছে যে, বার্কিস রাজী আছে।

পরদিন সকালে ডেভিড গাড়ী থেকে নাবলো।

ষ্টেশন থেকে এক মাষ্টার মশাই তাকে নিয়ে এলো বোর্ডিং ইস্কুলে।

ইস্কুলটির নাম 'সালেম হাউস', চারিপাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কেমন যেন নিরানন্দ বলে মনে হয়।

ইস্কুল ঘরটি নির্জ্জন, বিষণ্ণ। তিন সারি ডেস্ক আর বেঞ্চি সাজানো। কাগজের টুকরো ছড়িয়ে আছে সর্ব্বত্র, চারিপাশ ধূলিধূসর।

সহসা চোখে পড়লো একটি ডেস্কের উপর একখানি পেষ্ট-বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা—সাবধান! এ কামড়ায়।

ডেভিড ভাবলো, ওখানে হয়তো একটা কুকুর আছে! তাড়াতাড়ি একটি বেঞ্চির উপর সে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গের মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোল?

—আজ্ঞে কুকুর!

—কুকুর? কুকুর কোথায়?

—তবে কি স্যার কুকুর নয়?

—কি বলছ, বলত?

—ওই যে স্যার লেখা রয়েছে 'সাবধান! এ কামড়ায়!'

—ওঃ! ওটা কুকুর নয়, ওটা একটা ছেলের জন্য লেখা। আমার উপর হুকুম আছে, ওই লেখাটা তোমার পিঠে ঝুলিয়ে দিতে হবে। গোড়াতেই তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে

আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু উপরওয়ালার হুকুম মানতেই হবে!

মাষ্টার মশাই পেষ্টবোর্ডটি ডেভিডের পিঠে ঝুলিয়ে দিলেন। লেখাটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগলো। চলতে ফিরতে কেবলই তার মনে হোত, পিছনে কেউ-না-কেউ দাঁড়িয়ে আছে, পিঠের লেখাটি পড়ে হাসছে।

তখন ইস্কুলের ছুটির সময়, বোর্ডিংয়ে কোন ছাত্র ছিল না। মাষ্টার মশাই মিষ্টার মেলের কাছেই একা ডেভিডের পড়াশুনা সুরু হোল।

www.arisumu.com

এক মাস পরে ইস্কুল খুললো। ইস্কুলের কর্ত্তা মিষ্টার ক্রিকেল ফিরলেন। ছাত্রেরা ফিরে এলো।

ডেভিডকে দেখে মিষ্টার ক্রিকেল বললেন—এই ছোক্‌রার দাঁতগুলোই বুঝি উখা দিয়ে ঘষে দিতে হবে।…তা এই এক মাসে এর হালচাল কেমন দেখলে?

—আজ্ঞে, রিপোর্ট করার মত কিছু ঘটেনি।

মিষ্টার ক্রিকেল ডেভিডের কানটা ধরে বললেন—মিষ্টার মার্ডষ্টোনকে আমি চিনি, তিনিও আমাকে ভালোমত চেনেন।

তবে তুমি আমাকে এখনও ভালো করে চিনতে পার নি কি বল ?

—আজ্ঞে না।

—শীঘ্রই চিনতে পারবে, তোমাকে আমি ভালো করেই জানিয়ে দোব। আমি সহজ লোক নই, হুঃ!—বলতে বলতে এতো জোরে ডেভিডের কানটি তিনি মুচড়ে দিলেন যে, সে বেচারা যাতনায় অস্থির হয়ে পড়লো।

পরদিন থেকে রীতিমত ইস্কুল বসতে সুরু হোল। সবার আগে ক্লাসে এসে ঢুকলেন মিষ্টার ক্রিকেল। বললেন—আজ থেকে তোমাদের নতুন পড়া সুরু হবে, রোজ ঠিকমত পড়া আমার চাই, না হলে উপযুক্ত শাস্তি পাবে। পিঠে এমন কালশিটে পড়বে যা জীবনে মুছবে না। খেয়াল রেখো!

কথা বলতে বলতে মিষ্টার ক্রিকেল ডেভিডের পাশে এসে দাঁড়ালেন ; বললেন—তুমি তো ছোকরা খুব কামড়াতে পার শুনি, আমিও রীতিমত ঠেঙ্গাতে পারি। দেখো দিকি একটু নমুনা—সপাসপ ঘা কতক বেত পড়লো পিঠে। ডেভিডের চোখে জল এসে পড়লো।

তারপর মিষ্টার ক্রিকেল সব ক'টি ডেস্কের সামনে দিয়ে একবার ঘুরে গেলেন, অর্দ্ধেক ছাত্র বেতের যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। যারা বয়সে ছোট তারাই মার খেলো বেশী।

এইভাবেই প্রথম দিনের ইস্কুলের কাজ শুরু হোল।

ডেভিডের পিঠে পেষ্টবোর্ডেটি বাঁধা থাকায়, মিষ্টার ক্রিকেলের বেত মারার অসুবিধা হয়। সেইজন্য একদিন তিনি সেই পেষ্টবোর্ডখানি ডেভিডের পিঠ থেকে খুলে ফেলে দিলেন। ডেভিড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

একদিকে মিষ্টার ক্রিকেলের ভয়, আরেক দিকে ছেলেদের লাঞ্ছনা! ডেভিড কিছুতেই শান্তি পেতো না, কেবলই মায়ের কথা আর পিগোটির কথা মনে পড়তো। ডেভিডের চোখে জল এসে পড়তো।

ইতিমধ্যে একদিন মিষ্টার পিগোটি হ্যামের হাত ধরে ইস্কুলে এলো। ডেভিডের সঙ্গে দেখা করে বললো—আমার বোন লিখেছিল যদি কখনও এদিকে আসি তো মাষ্টার ডেভির সঙ্গে যেন দেখা করে যাই, তাই এলাম। তুমি এখন আগের চেয়ে কত বড় হয়েছ!

—সত্যি বড় হয়েছি!—ডেভিড হাসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো—মা কেমন আছেন? পিগোটি কেমন আছে? এমিলি? মিসেস গোমেজ?

—সব ভালো, সব ভালো—বলে মিষ্টার পিগোটি তার ঝুলি থেকে গল্দা চিংড়ি, কাঁকড়া আর কুচোচিংড়ি বের করে বললো—তুমি খেতে ভালোবাস, তাই বুড়ীমা এগুলো সিদ্ধ করে দিয়েছে।

তারা চলে যাবার পর বন্ধুরা মিলে পরিতোষ সহকারে মৎস্য ভোজন করলো। অনেকদিন পরে ডেভিডের মনটা আজ প্রসন্ন হোল।

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল। ইস্কুলের ছুটি হোল। ডেভিড বাড়ী রওনা হোল।

ইয়ারমাউথে পৌঁছে বার্কিসের সঙ্গে দেখা। সে তার গাড়ীতে ডেভিডকে তুলে নিল। গাড়ী চলতে চলতে তার সঙ্গে ডেভিডের অনেক কথাই হোল। ডেভিড বললো—বার্কিস, তোমার কথা পিগোটিকে জানিয়েছিলাম, তা সে কি উত্তর দিলে ?

—কিছু না, তার সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় নি। একটা উত্তর দেওয়া তার উচিত ছিল তো !

—নিশ্চয়। তা এবার তাকে আমি বলবো।

—বলবে, বার্কিস উত্তর চেয়েছে। কেমন ?…হ্যাঁ, ওর নামটা কি ?

—পিগোটি।

—পূরো নাম ?

—ক্লারা পিগোটি।

খানিকক্ষণ পরে বার্কিস একটি খড়ি বের করে গাড়ীর এক অংশে লিখে রাখলো—ক্লারা পিগোটি।

ইতিমধ্যে গাড়ী এসে থামলো বাড়ীর সামনে। ডেভিডের ভয় হোল পাছে মিষ্টার ও মিস্ মার্ডষ্টোনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কিন্তু কেউ কোথাও নেই, সব চুপচাপ।

ডেভিড চুপি চুপি মার ঘরে ঢুকলো। মা একা বসে গুন্-গুন্ করে গান গাইছেন, ডেভিড কথা বলতেই মা চমকে উঠলেন। মার কোলে একটি ছোট শিশু। মা উঠে এসে দু'হাত দিয়ে ডেভিডকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ছোট শিশুটিকে দেখিয়ে বললেন—এটি তোমার ভাই।

পিগোটি অন্য ঘর থেকে ছুটে এলো। ডেভিডকে নিয়ে মিনিট পনেরো আদরে আদরে সে যেন পাগল করে তুললো।

মার্ডষ্টোনেরা বাড়ী ছিল না। তিনজনে মিলে আগের মতই কত গল্প হোল। ইস্কুলের কথা, মিষ্টার ক্রিকেলের কথা, সহপাঠী বন্ধুদের কথা, বার্কিসের কথা, আরো কত এলোমেলো গল্প।

রাত যখন প্রায় দশটা বাজে, বাইরে গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা গেল। মা তাড়াতাড়ি ডেভিডকে উপরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ; বললেন—এতো রাত অবধি জেগে থাকা মার্ডষ্টোন পছন্দ করবেন না, শোও গে—

পরদিন সকালে নীচে নাবতেই বুক দুরদুর করে উঠলো। মিস্ মার্ডষ্টোন চা তৈরী করছিলেন, এমন ভাবে তাকালেন যেন তাকে চেনেন না।

মিষ্টার মার্ডষ্টোনের কাছে গিয়ে ডেভিড বললো—আপনি আমায় মাপ করুন স্যার। আমি আপনার হাতে কামড়ে দিয়েছিলাম, সেজন্য আমি সত্যই দুঃখিত।

—তোমার কথা শুনে খুসি হলুম ডেভিড—বলে তিনি হাত বাড়িয়ে করমর্দ্দন করলেন, সে হাতে তখনও কামড়ের লাল দাগটা রয়েছে।

মিস্ মার্ডষ্টোনকে ডেভিড বললো—আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম ?

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে মিস্ মার্ডষ্টোন বললেন—কতদিনের জন্য ছুটি হোল ?

—এক মাসের জন্য।

—কবে থেকে ?

—আজ থেকে।

—ওঃ! তা'হলে আর উনত্রিশ দিন।

দিনের পর দিন মিস্ মার্ডষ্টোন ছুটির হিসাব রাখেন, রোজ সকালে উঠেই শুনিয়ে দেন ক'দিন কাটলো। যতই দিন কমে তিনি ততই যেন খুসি হচ্ছেন বলে মনে হয়।

মার্ডষ্টোনরা যে তাকে পছন্দ করে না এটা ডেভিড স্পষ্ট

বুঝতে পারে। সেই জন্যই সময় সময় রান্নাঘরে পিগোটির কাছে গিয়ে সে বসে থাকতো। মিষ্টার মার্ডষ্টোনের সেটুকুও বরদাস্ত হোল না। একদিন ডেভিডকে ডেকে বললেন—তুমি আজকাল ছোটলোকদের সঙ্গে মিশতে সুরু করেছ। রান্না-ঘরে গিয়ে আর বসবে না। পিগোটির সঙ্গে মেশো এ আমি পছন্দ করি না।

সেই থেকে ডেভিডকে সারাক্ষণ বসে থাকতে হোত তাদের সামনে বৈঠকখানা ঘরে।

এই ভাবেই একদিন ছুটি শেষ হোল। মিস্ মার্ডষ্টোন সকাল বেলা মনে করিয়ে দিলেন—আজ তোমার ছুটির শেষ দিন!

আহারাদি শেষ করে ডেভিড মিষ্টার বার্কিসের গাড়ীতে উঠে বসলো। ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বাগানের ফটকের কাছে মা এসে দাঁড়ালেন। ডেভিডের পানে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। গাড়ী চলতে চলতে সে মুখখানি ডেভিডের চোখের সামনে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে গেল।

ইস্কুলে পড়তে পড়তে ক্রমে মার্চ্চ মাস ঘুরে এলো, শুক্রবারে এলো ডেভিডের জন্মতিথি।

কুয়াশা-ঘেরা সকাল বেলা ডেভিডের ডাক পড়লো মিষ্টার ক্রিকেলের ঘরে। পিগোটি নিশ্চয়ই কোন ভালো উপহার পাঠিয়েছে মনে করে সে ছুটে গেল। মিষ্টার ক্রিকেল ও তাঁর স্ত্রী ঘরে বসেছিলেন। মিসেস ক্রিকেল বললেন—বস, তোমার সঙ্গে কথা আছে!

ডেভিড বসলো।

মিসেস ক্রিকেল বললেন—আচ্ছা, ছুটির পর তুমি যখন বাড়ী থেকে এলে তখন সবাইকে ভালো দেখে এসেছিলে ত? তোমার মা ভালো ছিলেন?

ডেভিডের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো।

হেডমাষ্টার মশায়ের স্ত্রী বললেন—তোমার মায়ের বড্ড অসুখ, এই মাত্র চিঠি এলো।

ডেভিড কেঁদে ফেললো।

—তোমার মায়ের অসুখ বড্ড বাড়াবাড়ি! এই মাত্র খবর এলো, তিনি মারা গেছেন···

চীৎকার করে ডেভিড কেঁদে উঠলো। আপনার জন বলতে এই পৃথিবীতে তার আর কেউ রইলো না। আজ থেকে সে অনাথ।

মিসেস ক্রিকেল তাকে কোলে তুলে নিলেন, অনেক বোঝালেন।

কাঁদতে কাঁদতে ডেভিড ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

পরদিন ডেভিড বাড়ী ফিরলো। গাড়ী থেকে নাবতেই পিগোটি তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলো।

মিষ্টার মার্ডষ্টোন আর তার বোন ডেভিডের পানে একবার ফিরেও তাকালো না।

গির্জার এল্‌ম গাছের নীচে কবর খোঁড়া হয়েছিল। চারিপাশ নিস্তব্ধ নিঝুম। প্রভাতী আলো ম্লান হয়ে গেছে। পাদ্রি মশাই মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তাঁর কণ্ঠ। কবরের চারপাশে ঘিরে কত চেনা জানা মুখ, কেউ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কারুর চোখে জল। ডেভিডের মায়ের শবাধারটা ধীরে ধীরে চাপা দেওয়া হোল। সব শেষ হয়ে গেল। পিগোটি কাঁদতে কাঁদতে ডেভিডকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। কথায় কথায় পিগোটি বললো—তুমি যেদিন চলে গেলে তোমার মা আমাকে বললেন, 'আমার মন যেন বলছে বাবা ডেভিডকে আর আমি দেখতে পাবো না।'··· মৃত্যুর আগের রাত্রে তিনি বললেন—'পিগোটি, বাবা ডেভিকে বলো, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছি, একবার নয়, হাজার বার!···মৃত্যুকে আমার আর ভয় নাই, আমি বড় ক্লান্ত'—বলে হাসতে হাসতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন—

কয়েকটি দিন শুধু মায়ের চিন্তাতেই ডেভিডের কেটে গেল।

অশৌচ শেষ হবার পরে, মিষ্টার মার্ডষ্টোন একদিন

পিগোটিকে ছাড়িয়ে দিলেন। পিগোটিও দুঃখিত হোল না, তাদের কাছে কাজ করার ইচ্ছা তার ছিল না। যাবার সময় সে বলে গেল—তুমি যেখানেই থাক, তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবো। সপ্তাহে একবার করে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবোই, আমি কারুর বাধাই মানবো না!

পিগোটি চলে গেল। ডেভিডের পানে তাকিয়ে 'আহা' বলার আর কেউ রইলো না। সমগ্র বাড়ীখানির মধ্যে সে একান্ত সঙ্গীহীন। ছোট ভাইটিও মায়ের ক'দিন পরে মারা গেছে। এখন আর ডেভিডের পানে কেউ তাকায় না, কেউ কথা বলে না, হয়তো কোনদিন খাবার ঘরে তার ডাকই পড়লো না। এর চেয়ে ইস্কুল অনেক ভালো ছিল। শেষে একদিন ডেভিড মিস্ মার্ডষ্টোনকে জিজ্ঞেস করলো—আমি কবে ইস্কুলে ফিরে যাবো?

—ইস্কুলে আর ফিরে যাওয়া হবে না।

তাকে নিয়ে কি করা হবে সেই কথাই ডেভিড বসে বসে ভাবে।

একদিন মিষ্টার মার্ডষ্টোন ডেভিডকে ডেকে বললেন—তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা বড়লোক নই, আর খরচ-পত্তর করে তোমাকে লেখাপড়া শেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজ-চলা-গোছ লেখাপড়া তোমার শেখা হয়েছে। তাই আমি ঠিক করেছি এখন থেকেই তোমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দোব।

তা'ছাড়া তোমার অনেক দোষ, কাজ করলে সে সব দোষ শুধ্রে যাবে···তুমি বোধহয় মার্ডষ্টোন এণ্ড গ্রীনবি কোম্পানীর নাম শুনেছ? ওখানে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে, ওখানেই তোমার চাকরী হবে। ওখানে তুমি যা মাইনে পাবে তাতেই তোমার চলে যাবে।

পরদিনই মার্ডষ্টোন ডেভিডকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

দশ বছরের ছেলে মার্ডষ্টোন এণ্ড গ্রীনবির কারখানায় এলো চাকরী করতে। নদীর ধারে এক পুরানো বাড়ীতে মদ চোলায়ের কারবার। ডেভিডের কাজ হোল বোতল ধোয়া, লেবেল আঁটা, ছিপি লাগানো ও প্যাক করা। মাইনে হোল সপ্তাহে ছ' শিলিং।

আরো অনেকগুলো ছেলে সেখানে কাজ করতো। তাদের হীনতার জন্য সে তাদের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারতো না। বোতল ধুতে ধুতে বার বার তার মনে হোত তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ভালো করে লেখাপড়া শিখে কোথায় সে মানুষের মত মানুষ হবে, তা আর হোল না। টপ্ টপ্ করে তার চোখের জল পড়তো, বোতল ধোয়া জলে চোখের জল এক হয়ে যেতো।

প্রথম দিন সাড়ে বারোটার সময় খাবার ছুটি হোল। ম্যানেজার এক আধা-বয়সী টাকমাথা ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি বললেন—তুমিই মাষ্টার কপারফিল্ড। মিষ্টার মার্ডষ্টোন আমায় চিঠি লিখেছেন, আমার বাসায় একটি ঘর খালি আছে, সেই ঘরে তুমি থাকবে। আমার নাম মিষ্টার মিকবার, আর আমার ঠিকানা— উইণ্ডসর টেরেস, সিটি রোড।

ডেভিড তাকে নমস্কার করলো।

মিষ্টার মিকবার বললেন—তুমি এখানে নতুন এসেছ, পথ-ঘাট তো চেনো না, সন্ধ্যাবেলা আমি এসে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

রাত আটটায় ডেভিডের ছুটি হোল। মিষ্টার মিকবার তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলেন। মিসেস মিকবার ডেভিডকে একখানি উপরতলার ঘর ছেড়ে দিলেন, বললেন —এর আগে আমরা কখনও ঘর ভাড়া দিইনি, কিন্তু এখন আমার স্বামীর অবস্থা নেহাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে, তাই।

মিষ্টার মিকবারের অবস্থা যে সত্যই খারাপ তা পাওনাদারদের শুভাগমন দেখলেই বুঝা যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সব সময়েই পাওনাদার আসে। মিষ্টার মিকবার ক্যানভাসিংয়ের কাজ করেন। এক একদিন কিছুই হয় না। রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে হতাশভাবে বলেন—এবার জেলে

www.arisumu.com

মিষ্টার মিকবার তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলেন —পৃষ্ঠা ৪৬

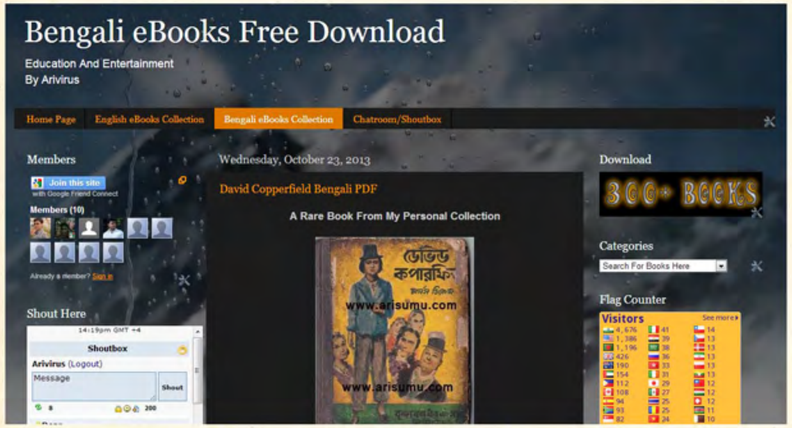

www.arisumu.com

যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই, যেভাবে ঋণের বোঝা বাড়ছে।

শেষে মিসেস মিকবার স্বামীকে লুকিয়ে বাড়ীর জিনিসপত্র বেচতে শুরু করলেন। ডেভিডের কাজ হোল প্রত্যহ সকালে কারখানায় যাবার আগে কিছু না কিছু বেচে আসা।

দিন কয়েক এই ভাবে চলার পর একদিন সকালবেলা পেয়াদা এসে মিষ্টার মিকবারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

কিন্তু মিষ্টার মিকবারকে জেল খাটতে হোল না, বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় দেউলিয়া আইনে তিনি মুক্তি পেলেন।

তারপর তিনি চাকরীর চেষ্টায় লণ্ডন ছেড়ে সপরিবারে চলে গেলেন প্লাইমাউথে।

যাবার সময় মিষ্টার মিকবার ডেভিডকে বলেন—তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট হলেও বিপদের দিনে তুমি আমার বন্ধু ছিলে, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়, জীবনে অভিজ্ঞতাও আমার অনেক বেশী, তাই তোমাকে একটা কথা বলে যাই, 'যা আজ করতে পারবে, সে কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবে না।' 'সময় কখনও বাজে নষ্ট করবে না।' 'আয় মত ব্যয় করবে,—কিছু কিছু সঞ্চয়ও করবে।' না হলে তোমার অবস্থা আমার মত হবে।…ভগবান্ তোমার ভালো করুন, তুমি সুখী হও, উন্নত হও!

মিসেস্ মিফবার ডেভিডকে জড়িয়ে ধরলেন, মায়ের মত স্নেহে তার গালে চুমো খেলেন।

ডেভিড আবার একা হয়ে পড়লো।

www.arisumu.com

ডেভিড এবার ঠিক করলো, সে আর মদের কারখানায় কাজ করবে না। সে তার ঠাকুমা মিস্ বেট্‌সিকে খুঁজে বের করবে। ঠাকুমার ঠিকানা জানবার জন্য পিগোটিকে সে চিঠি লিখলো। আর পথ-খরচের জন্য ধার চাইল কয়েকটি টাকা।

শীঘ্রই উত্তর এলো। পিগোটি একখানি হাফ্ গিনি পাঠিয়েছে আর লিখেছে যে মিস্ বেট্‌সি ডোভারের কাছে সমুদ্রের ধারে থাকেন, ঠিক ঠিকানাটা তার জানা নেই।

শনিবার ডেভিড বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বেরুবার আগেই ঘটলো এক বিপত্তি। একখানি গাড়ী ভাড়া করে বাক্সটি যখন সে গাড়ীতে তুলছে, হঠাৎ তার পকেট থেকে হাফ্ গিনিটি পড়ে গেল। আবার কখন কোথায় পড়ে যাবে ভেবে ডেভিড সেটি কুড়িয়ে মুখে পুরে রাখলো। গাড়োয়ানটি তখনই নেবে এসে তার গাল টিপে ধরলো, গিনিটা বেরিয়ে পড়লো। গাড়োয়ান

বললো—এ দেখছি রীতিমত পুলিশ কেস্, চল্ তোকে থানায় নিয়ে যাই।

ডেভিড ভয়ে কেঁদে ফেললো।

—পুলিশে চল্!—বলে গাড়োয়ান এক লাফে গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল। ডেভিড ছুটলো তার পিছু পিছু। পথে ক'বার গাড়ী চাপা যেতে যেতে সে বেঁচে গেল। কিন্তু গাড়োয়ানকে ধরতে পারলো না। পকেটে আর তিনটি মাত্র পেনি ছিল, তাই সম্বল করে সে পথ চলতে সুরু করলো!

চলতে চলতে ডেভিড ক্লান্ত হয়ে উঠলো। ক্ষুধায় সর্ব্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে লাগলো। মাত্র তিনটি পেনি আছে, না খেয়েই শেষ অবধি মরতে হবে হয়তো।

পথে একটা দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়লো, সেখানে পুরানো জামাকাপড় বেচাকেনা হয়। সেখানে সে তার ওয়েষ্টকোটটা বেচে দিল ন' পেনি দামে।

রাত্রে সে তার পুরানো ইস্কুল সালেম-হাউসে এসে পৌছালো। সমস্ত ইস্কুল বাড়ী তখন নিস্তব্ধ, কোন ঘরে কোন আলো দেখা যায় না। বাইরে এক পাশে এক খড়ের গাদা, তারই উপর শুয়ে ডেভিড ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ইস্কুলের ঘণ্টা শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাছে কোন পুরানো সহপাঠি তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পায়, তাই সে তাড়াতাড়ি সে-স্থান ত্যাগ করলো।

সেদিন রবিবার। সারাদিন ডেভিড পথ চললো। একখানি পাঁউরুটি কিনে খেল, তারপর রাতে পথেরই এক পাশে শুয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলা, পায়ের ব্যথায় সে আর বেশীদূর চলতে পারলো না। গায়ের কোটটা না বেচতে পারলে সেদিন আর চলবে না দেখে, এক দোকানে গিয়ে ঢুকলো, বললো—একটি কোট বেচতে চাই, নেবেন কি?

—দেখি, কেমন কোট?

ডেভিড কোট দেখাল।

—কি দামে বেচবে?

—দশ শিলিং।

—আমি দেড় শিলিং দেব।

ডেভিডের তখন দরকার খুব বেশী, বললো—বেশ তাই দিন্।

—আচ্ছা, বাইরে বসগে, দিচ্ছি—

ডেভিড বাইরে এসে বসলো।

বসে আছে তো বসেই আছে, ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, ডেভিড ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বললো—আমার টাকাটা দিন্।

—টাকা নেবে, না জিনিস নেবে?—মাছ ধরা ছিপ্? বাঁশী? টুপি?

—না, টাকা দিন্, না হলে কোট ফেরৎ দিন্।

—বেশ, তা'হলে এক শিলিং নাও।

—না।

—আরো দু'পেনি দিচ্ছি।

—না, আঠারো পেনিই আমার চাই, না হলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।

—আচ্ছা, এক শিলিং তিন পেনি দিচ্ছি।

—না সবটাই আমি চাই।

—আচ্ছা, এক শিলিং চার পেনি দিই!

দোকানদারটি মাতাল, ডেভিডের ভয় করছিল, দেহও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। নগদ ষোল পেনি নিয়েই সে কোটটি ছেড়ে দিল।

তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে যতদূর পারে চললো।

পরদিন সে ডোভারে গিয়ে পৌঁছালো। অনেক সন্ধান করে, পথে লোককে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুমার ঠিকানা খুঁজে বের করলো। ঠাকুমার দরজার সামনে এসে যখন সে দাঁড়ালো,

তখন তার জুতো ছিঁড়ে গেছে, টুপি তেব্ড়ে গেছে, পরনে শুধু সার্ট আর প্যাণ্ট—ছেঁড়া, মলিন, কাদামাখা। মাথার চুল রুক্ষ, হাত-মুখ ধূলিধুসর।

বাগানে এক বয়স্কা মহিলা গাছের গোড়া খুঁড়ছিলেন, তাকে দেখেই ডেভিড চিনতে পারলো। মায়ের মুখে এইরকম মহিলার কথাই সে শুনেছে। মরিয়া হয়ে বরাবর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আঙুল দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করে ডাকলো—ম্যাডাম!

তিনি চমকে উঠলেন।

—ঠাকুমা!

—এ্যাঁ?

—ঠাকুমা, আমি আপনার নাতি, ডেভিড কপারফিল্ড। ব্লাণ্ডারষ্টোনে আমার বাড়ী। আমি যেদিন জন্মাই সেদিন আপনি সেখানে থেকে চলে আসেন। মা মারা গেছে, আমার আর দুঃখের শেষ নেই। আমায় কেউ দেখে না, কেউ লেখাপড়া শেখায় না, মদের কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়েছিল, আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। আসবার পথে আমার সর্ব্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। সমস্ত পথটা আমি হাঁটতে হাঁটতে আসছি। এই ক'রাত পথে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।—বলতে বলতে ডেভিড কেঁদে ফেললো।

ঠাকুমা ততক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি

ডেভিডকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, কয়েকটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এক সোফায় তাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর ঝি জেনেটকে হুকুম দিলেন, উপর থেকে মিষ্টার ডিক্‌কে ডেকে আনতে।

মিষ্টার ডিক্ মিস্ বেট্‌সির দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। ভাইয়ের দুর্ব্যবহারের জন্য একে ঘর ছাড়তে হয়, সেই থেকে ইনি মিস্ বেট্‌সির বাড়ীতে আছেন। ভারী চমৎকার মানুষ, তবে স্বভাবটা কিছু পাগলাটে ধরনের।

মিষ্টার ডিক্ নীচে আসতেই ঠাকুমা বললেন—মিষ্টার ডিক্, তুমি নিশ্চয়ই আমার ভাশুরপো কপারফিল্ডের নাম শুনেছ? এটি তারই ছেলে ডেভিড কপারফিল্ড। ও বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে এখানে। ভেবেচিন্তে একটা মতলব দাও দিকি ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়?

—ওকে নিয়ে কি করা যায়? তাই ত!—ডিক্ খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—ওকে এখন স্নান করিয়ে দাও।

—ঠিক বলেছ—ঠাকুমা বললেন—জেনেট, স্নানের জল গরম কর।

ঠাকুমা তাকে ভালো করে স্নান করালেন, ডিকের সার্ট ও পাজামা পরালেন, তারপর খেতে দিলেন মুরগীর মাংস আর পুডিং। কথায় কথায় ডেভিডের মুখ থেকে বাড়ীর খবর

সব জেনে নিলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা ডিক্, এবার ওকে নিয়ে আমাদের কি করা উচিত ?

—আচ্ছা, ওকে এবার একটু শুইয়ে দিলে হয় না ?

—জেনেট, মিস্টার ডিক্ ঠিক বলেছেন। বিছানা যদি হয়ে থাকে, ওকে নিয়ে যাও।

উপর-তলায় চমৎকার একখানি ঘরে ডেভিডের শোবার ব্যবস্থা হোল। জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। চাঁদের আলোয় জলের উচ্ছ্বাস ঝিলমিল করছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ওই চন্দ্রালোকের ভিতর দিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ যেন নেবে আসছে তার ঘরে। একটা স্বপ্ন-জগৎ ছড়িয়ে পড়েছে চোখের সামনে।

অনেকদিন পরে দিব্যি নরম বিছানায় শুয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে ডেভিড ঘুমিয়ে পড়লো।

www.arisumu.com

পরদিন সকালে ঠাকুমা বললেন—তোমার কথা আমি মিষ্টার মার্ডষ্টোনকে লিখে দিলাম।

ডেভিডের মুখ শুকিয়ে গেল, বললো—কেন ? তাদের কাছে কি আবার আমাকে পাঠিয়ে দেবেন ?

—সে সম্পর্কে আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি, সে তখন

দেখা যাবে।...ওকথা এখন থাক্। তুমি একবার উপরে যাও দিকি, মিষ্টার ডিক্‌কে গিয়ে বলগে যে, তার আত্মকথা কতদূর লেখা হোল তা আমি জানতে চেয়েছি।

ডেভিড উপরে গেল। দোতলার এক ঘরে বসে ডিক্ লিখছিলেন। ডেভিডের কথা শুনে বললেন—লেখা সুরু করে দিয়েছি, বেশ এগিয়ে চলেছে,...আর এখনও তো ঢের সময় আছে। তা দেখ, এই ঘুড়িখানা কেমন হয়েছে বল দিকি ? আমি এখানা তৈরী করেছি—আজ ওড়াবো, তুমি আর আমি। অনেক লম্বা দড়ি, অনেক দূর ওড়ানো যাবে।

প্রকাণ্ড সাত ফুট লম্বা এক ঘুড়ি নিয়ে মিষ্টার ডিক্ ডেভিডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথম থেকেই মিষ্টার ডিকের সঙ্গে ডেভিডের দিব্যি ভাব জমে উঠলো।

ঠাকুমার চিঠি পেয়ে একদিন মিষ্টার মার্ডষ্টোন ও তাঁর বোন সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁদেরকে দেখেই তো ডেভিডের বুক কেঁপে উঠলো, বললো—আমি অন্য ঘরে যাই, ঠাকুমা।

—না, তুমি এইখানে বস।...আর জেনেট, তুমি মিষ্টার ডিক্‌কে নীচে আসতে বলে দাও—

ডিক্ এলে কথাবার্ত্তা সুরু হোল।

মিষ্টার মার্ডষ্টোন বললেন—ওই হতভাগা ছোকরা আমার সংসারে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। ওর মা বেঁচে থাকতেই ওর উপদ্রবে অস্থির হয়ে পড়েছিল। কারুর কথা শোনে না, ভয়ানক বদ্‌রাগী, বারণ করলেও মানে না! আমি আর আমার বোন ওকে ভালো করার জন্য ঢের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। শেষে আমার এক বন্ধুর কারখানায় ওকে কাজ শিখতে পাঠালাম, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে!

মিস্ মার্ডষ্টোন বললেন—অতো বড় বজ্জাত ছেলে দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

ঠাকুমা বললেন—আপনার নিজের ছেলে হলে তাকে অমন দশবছর বয়সে মদের কারখানায় কাজ করতে পাঠাতেন কি?

—আমার ছেলে ওই বয়সে অমন সয়তান হোত না—মার্ডস্টোন বললেন—থাক্‌গে সে কথা, আমি এখন ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওর সম্পর্কে যা ব্যবস্থা করার দরকার তা আমি করবো, সে সম্বন্ধে আপনার বলার কিছু নেই। তবে আপনি যদি মাঝে এসে দাঁড়ান, আমি তা সইব না। আমার সঙ্গে যায় ভালো, না যায় তো আমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল; সেখানে আর কোনদিনই ও ঢুকতে পাবে না।

মিস্ মার্ডষ্টোনের পানে তাকিয়ে ঠাকুমা বললেন—ম্যাডাম, আপনার কিছু বলার আছে?

মিস্ মার্ডষ্টোন বললেন—না।

ঠাকুমা বললেন—আচ্ছা, এবার ছেলেটি কি বলে শুনি ডেভিড, তুমি ফিরে যাবে এঁদের সঙ্গে?

ডেভিড কেঁদে ফেললো, বললো—না, আমি ওদের সঙ্গে যাবো না, কোন মতেই যাবো না—ওরা আমার মাকে মেরে ফেলেছে, আমাকেও মেরে ফেলবে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

ঠাকুমা বললেন—মিষ্টার ডিক্, তুমি কি বল? এই ছেলেটিকে নিয়ে এখন কি করি?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ডিক্ বললেন—একটা দরজী ডেকে ওর গায়ের গোটা কতক পোষাক তৈরী করাতে দিন।

—ঠিক বলেছ, ডিক্—বলে ঠাকুমা মার্ডষ্টোনের দিকে ফিরলেন—আপনারা ইচ্ছা করলে এখন যেতে পারেন। আপনারা যা বলেন তার একটি কথাও সত্যি বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ওর মাকে যে কি ভাবে আপনারা মেরেছেন তা আমি শুনেছি—ওই দুধের ছেলেটার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছেন তাও আমি শুনেছি। এখন যদি ভালো চান তো এখান থেকে সরে পড়ুন। নমস্কার মশাই, নমস্কার মিস্।

মার্ডষ্টোন ও তার বোন আর একটি কথাও বলতে সাহস পেলে না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডেভিড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

ঠাকুমা বললেন—ডিক্ আজ থেকে তুমি আর আমি ওর অভিভাবক হলাম।

ডিক্ বললেন—আমার সৌভাগ্য।

—ওর নামের সঙ্গে আজ থেকে আমার পদবী ট্রট্উড যোগ করে দিলে কেমন হয়?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, সে বেশ হবে, ট্রট্উড্ কপারফিল্ড।

সেই দিন থেকে নতুন নামে ডেভিডের নতুন জীবন সুরু হোল।

একদিন ঠাকুমা বললেন—ট্রট্, তোমাকে এবার ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দোব।

—কবে ঠাকুমা? কবে?

—বেশ তো, চল না, কালই ভর্ত্তি হবে।

—রাজী আছি।

পরদিন সকালে ডেভিডকে নিয়ে ঠাকুমা বেরিয়ে পড়লেন।

প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার সামনে এসে তাদের গাড়ী থামলো। বছর পনেরোর এক কদাকার ছেলে বেরিয়ে এলো, ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন—ইউড়িয়া হিপ্, মিষ্টার উইক্ফিল্ড বাড়ী আছেন?

—ভিতরে আসুন।

মিষ্টার উইক্ফিল্ড ভিতরে ছিলেন, তিনি একজন নামকরা এটর্ণী।

ঠাকুমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন—মামলা-মোকদ্দমার কোন ব্যাপার আছে নাকি?

—না, আমার নাতিটিকে সঙ্গে করে এনেছি, একে একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দোব। একটা ভালো ইস্কুল চাই, যেখানে ভালো করে পড়াবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

—ভালো ইস্কুলে তো এখনই ভর্ত্তি করে দেওয়া যায়, কিন্তু থাকবার মতো ভালো জায়গা তো এখনই কোথাও পাওয়া যাবে না, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন না হয় আমার এখানেই থাক্। অনেক ঘর আছে, পড়াশুনার কোন অসুবিধা হবে না।

ঠাকুমা তখনই রাজী হয়ে গেলেন।

—আসুন, তা'হলে আমার ক্ষুদে গিন্নীটিকে একবার দেখে যান—বলে উইক্ফিল্ড তাদেরকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তিনি একটি দরজায় করাঘাত করলেন।

ডেভিডের সমবয়সী একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। উইক্‌ফিল্ড বললেন—এটি আমার মেয়ে আগনেস, এই বাড়ীর ক্ষুদে গিন্নী। আজ থেকে ইনিই ডেভিডের ভার নেবেন।

তখনই ডেভিডের থাকবার ঘর ঠিক হয়ে গেল। ঠাকুমা খুসি হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড ডেভিডকে নিয়ে গিয়ে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। শিক্ষক ডাক্তার ষ্ট্রংয়ের সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি ডেভিডকে পরীক্ষা করলেন। বেচারা যা কিছু শিখেছিল মদের বোতল ধুতে ধুতে সবই ভুলে গেছে। সব চেয়ে নীচু ক্লাসে তাকে ভর্ত্তি করা হোল।

মাত্র পঁচিশটি ছাত্র নিয়ে ইস্কুল।

ডাক্তার ষ্ট্রং চমৎকার লোক।

ডেভিড ভালো করে পড়াশুনা করে ভালো ছাত্র হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

*   *   *

*   *

www.arisumu.com

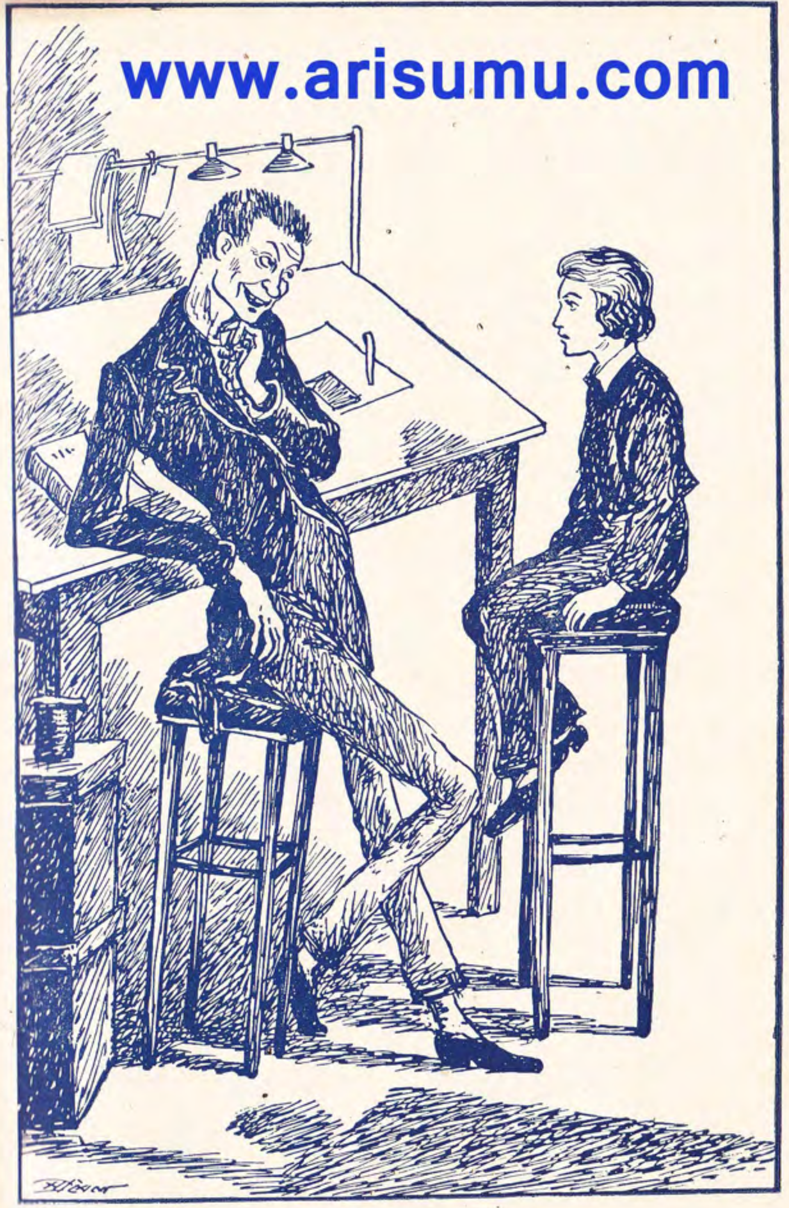

ইউড়িয়া বললো—আমি অতি সামান্য মানুষ··· —পৃষ্ঠা ৬২

www.arisumu.com

আগনেস মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের একমাত্র মেয়ে। মা নেই। সে-ই বাড়ীর সব। বয়স ডেভিডের চেয়ে বেশী হবে না। বাড়ীতে সে পড়াশুনা করে। ডেভিডের বইগুলো সে দেখে, কি ভাবে তাড়াতাড়ি পড়া তৈরী করতে হবে দেখিয়ে দেয়। মেয়েটিকে ডেভিডের খুব ভালো লাগে। পিয়ানো বাজিয়ে আগনেস গানও গাইতে পারে চমৎকার। রাত্রে আহারাদির পর সে পিতাকে গান শোনায়। ডেভিড কাছে বসে থাকে। মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড বসে বসে গল্প করেন, বলেন—ট্রট্‌উড, তুমি আমার এখানে থাক, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, আমি খুসি হবো।

সে বাড়ীতে আরেকজন মানুষ ছিল, ইউড়িয়া হিপ্‌।

হিপ্‌ মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের ছাত্র, এটর্ণীগিরি পড়ছিল।

অনেক রাত অবধি উইক্‌ফিল্ডের আপিস ঘরে বসে ইউড়িয়া মোটা মোটা আইনের কেতাব পড়তো। একদিন ডেভিড জিজ্ঞেস করলো—আপনি বুঝি খুব বড় উকিল হবেন, তাই দিন-রাত এত বই পড়েন?

—আমি অত্যন্ত নগণ্য মানুষ, মাষ্টার কপারফিল্ড!—ইউড়িয়া বললো—আমরা গরীব মানুষ, মা আর আমি সামান্য

বাড়ীতে থাকি···মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড আমার অনেক উপকার করেছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।···

—আপনি এখানে কতদিন আছেন ?

—চার বছর। বাবা মারা যাবার পরই আমি এখানে এসেছি। মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড তখন দয়া না করলে আজ আমাদের কি যে হোত তা বলতে পারি না।

—এখানকার শিক্ষা শেষ করে আপনি তো ওকালতী সুরু করবেন, তখন আপনি মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের ব্যবসার অংশীদার হবেন তো ? কোম্পানীর নাম হবে 'উইক্‌ফিল্ড এণ্ড হিপ'।

—না, মাষ্টার কপারফিল্ড, তা হবে না, আমি অতি সামান্য মানুষ, অতো আশা আমার নেই।···তা তুমি এখানে কতদিন থাকবে, মাষ্টার কপারফিল্ড ?

—যতদিন না ইস্কুলের পড়া শেষ হয়।

—তারপর তুমি এই ব্যবসায় যোগ দেবে তো ?

—না, সে ইচ্ছা আমার নেই।

আচ্ছা, পরে দেখা যাবে—বলে ইউড়িয়া হাসলো।

মানুষটিকে ডেভিড ঠিক বুঝতে পারে না। ইউড়িয়াকে সে ভালোবাসবে, কি ঘৃণা করবে তাও ভেবে পায় না।

* * *

* *

একদিন বিকাল বেলা ইউড়িয়া ডেভিডকে নিমন্ত্রণ করে বসলো—চল না আমাদের বাড়ী, মা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

ইউড়িয়ার বাড়ী সেখান থেকে খুব দূর নয়। সেকেলে ধরণের পুরানো বাড়ী। ভিতরে ঢুকতেই ইউড়িয়ার মা তাদের অভ্যর্থনা করলেন, বললেন—এসো, বাবা এসো, এই গরীবের বাড়ীতে তোমাদের মত সজ্জনের যে পায়ের ধূলো পড়লো, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

তারপর সুরু হোল নানা কথা। আলোচনাপ্রসঙ্গে ইউ-ড়িয়ারা ডেভিডের মা-বাপের কথা সব জেনে নিলেন। ডেভিডের ইচ্ছা ছিল না কিছু বলে, ক্রমেই সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কি বলে সেখান থেকে বেরুবে তাই ভাবছে, সহসা—

—আরে ডেভিড কপারফিল্ড নাকি ! তুমি এখানে ?

ডেভিড দেখলো মিষ্টার মিকবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

—কেমন আছ ? সেই মদের কারখানায় এখনও কাজ করছো তো ?

পাছে মিষ্টার মিকবার পুরানো কথা পেড়ে বসে, তাই ডেভিড তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দেবার জন্য অন্য কথা পাড়লো, বললো—আমি এখন পড়াশুনা করছি ডাক্তার ষ্ট্রংয়ের ইস্কুলে।

—আবার পড়াশুনা স্থরু করেছ শুনে ভারী খুসী হলুম।

ডেভিড মিকবারের সঙ্গে হিপ্‌দের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর বললো—চলুন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি, অনেকদিন দেখিনি।

কাছেই একটা সরাইখানা। তার একখানি ছোট ঘরে এক সোফার উপরে বসে ছিলেন মিসেস মিকবার। ডেভিডকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, খুসিও কম হলেন না।

ডেভিড বললো—আমি ভেবেছিলাম, আপনারা প্লাইমাউথে আছেন।

প্লাইমাউথেই আমরা গেছিলাম—মিসেস মিকবার বললেন—কিন্তু সেখানে মিষ্টার মিকবারের চাকরী হোল না। সেখানকার আপিসে ওর মত বুদ্ধিমান লোকের দরকার নেই। সেখানে আমার যেসব আত্মীয় আছে, তারা প্রথমে আমাদেরকে ভরসা দিয়েছিল, কিন্তু পরে আমাদের জন্য আর কিছুই করলো না। এক সপ্তাহ বাদেই আবার আমাদেরকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হোল। তারপর কেউ কেউ বললেন, মিডওয়েতে কয়লার ব্যবসায়ে কিছু স্থবিধে হতে পারে, সেই জন্যই আমরা এখানকার হালচালটা একবার দেখতে এলাম। এখানে এসে দেখছি কারবার করতে গেলে যে টাকার দরকার, আমার

স্বামীর সেই টাকা নেই। এদিকে হাতেও টাকা-পয়সা নেই, লণ্ডন থেকে কিছু টাকা আসার কথা আছে, সেটা না আসা পর্যন্ত হোটেলের দেনা শোধ করে দিয়ে যেতেও পারছি না।

সব শুনে ডেভিড দুঃখিত হোল, পকেটে টাকা থাকলে সে মিসেস মিকবারের হাতে দিয়ে আসতো।

সন্ধ্যাবেলা জানালা দিয়ে ডেভিড বাইরের পানে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়লো মিকবার আর ইউড়িয়া হিপ্ হাত ধরাধরি করে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ইউড়িয়ার মুখে একটা বিনীত ভাব আর মিকবার বেশ উৎফুল্ল। ডেভিড শুধু বিস্মিত হোল না, উদ্বিগ্নও হোল।

পরদিন সন্ধ্যায় মিকবারের হোটেলে ডেভিডের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর। কোথা থেকে মিকবার এতো আয়োজন করলেন ডেভিড তা ভেবে পেলো না। পরম প্রসন্ন মনে মিকবার ডেভিডকে ভুঁড়িভোজন করিয়ে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকাল সাতটাতেই ডেভিড এক চিঠি পেলো, মিষ্টার মিকবার লিখেছেন—

ছোট্ট বন্ধু ডেভিড, লণ্ডন থেকে টাকা পাবার আশা আর আমার নেই। তা বলে যে আমি দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়বো তেমন মানুষ আমি নই। তাই তোমাকে নিয়ে একটা সন্ধ্যা আনন্দ করা গেল। সরাইখানার মালিককে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে আজই এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। চৌদ্দ দিনের মধ্যে টাকা দিতে না পারলে সে নালিশ করবে, ফলে আবার হয়তো জেলে যেতে হবে।···যাক, ও কথা নিয়ে আর ভাবি না। আমার হালচাল দেখে তুমি জীবনে ঠিক পথে চলতে শিখো, তাই এই চিঠি লিখলাম, ইতি—

তোমার নিঃস্ব বন্ধু—

—উইল্‌কিন্‌স্ মিকবার

চিঠি পড়ে ডেভিড অভিভূত হয়ে পড়লো।

ছাত্র-জীবনের কয়েকটি বছর কোথা দিয়ে যে চলে গেল, ডেভিড বুঝতেও পারলো না। উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীতে সে দিব্যি আনন্দে ছিল, সেখান থেকে বিদায় নিতে তার কষ্ট হোল। তার উপর আগ্‌নেসকে তার ভালো লেগেছিল। দু'জনে

এতদিন একসঙ্গে ভাই-বোনের মত ছিল, সুখে দুঃখে একজন ছাড়া আরেকজনের চলতো না। অমন বান্ধবীটিকে ছেড়ে আসতে সহজে মন চায় না, তবুও সেখান থেকে ডেভিডকে বিদায় নিতে হোল।

ঠাকুমা বললেন—এবার তোমাকে এমন কিছু শিখতে হবে, যা থেকে তুমি সারা জীবন উপার্জ্জন করে খাবে, কিন্তু অর্থকরী কোন্ বিদ্যাটা তোমাকে শিখতে দোব, তা আমি এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। হঠাৎ তাড়াতাড়ি আমি কিছু করতেও চাই না। তাড়াতাড়ি যদি একটা ভুল পথে তোমাকে চালিয়ে দিই, তা'হলে সারা জীবন তুমি কষ্ট পাবে। আমি দিনকতক ভেবে চিন্তে দেখি। তুমি সেই ক'দিন দেশ-বিদেশে খানিক ঘুরে এসো, তা'হলে দুনিয়া-সম্পর্কে তোমারও খানিকটা চোখ ফুটবে।

ঠাকুমা টাকা দিলেন। বিছানা-পত্তর বেঁধে ডেভিড বেরিয়ে পড়লো।

www.arisumu.com

বিকালবেলা পিগোটির দরজায় এসে ডেভিড ঘা দিল। পিগোটি দরজা খুলে দিল, ডেভিডকে সে মোটেই চিনতে পারলো না, বললো—কি চাই আপনার ?

ডেভিড বললো—মিষ্টার বার্কিস বাড়ী আছেন ?

বার্কিস এখন পিগোটির স্বামী।

পিগোটি বললো—হ্যাঁ, আছেন, তবে অসুস্থ, শয্যাশায়ী।

—ব্লানডারষ্টোনে এখনও তাঁর যাতায়াত আছে ?

—ভালো থাকলে যান বৈ কি !

—আচ্ছা, আপনি সম্প্রতি সেখানে গিয়েছিলেন ? আমি ওখানকার একটি বাড়ীর খবর জানতে চাই। বাড়ীখানার কি যেন নাম ? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, 'নীড়'।

পিগোটি চমকে উঠলো, এক পা পিছিয়ে গেল।

ডেভিড এবার বললো—পিগোটি, তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না ?

—ডেভি !

পিগোটি ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। সাত বছর দু'জনের দেখা নেই, শুধু চিঠি-পত্রই চলেছে। সেই জন্য পিগোটি সহসা ডেভিডকে চিনতে পারেনি।

পিগোটি ডেভিডকে নিয়ে গেল বার্কিসের ঘরে। বার্কিস বাতের ব্যথায় বিছানায় পড়ে ছিল। ডেভিড তার পাশে গিয়ে বসলো।

বার্কিস তো বেজায় খুসি, হাসতে হাসতে বললো—গাড়ীতে আমি কি নাম লিখেছিলাম, মনে আছে তো ?

—মনে আবার নেই, তা নিয়ে আমাদের কত আলোচনা হয়েছিল।

—কতদিন ধরে আমি রাজী ছিলাম মনে আছে ?

—অনেকদিন ধরে তো !

—তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। পিগোটির মত ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি। কি বলে যে ওর প্রশংসা করবো ভেবে পাই না।

বার্কিস পিগোটির হাতে একখানি গিনি দিয়ে বললো—আজ ডেভিড এসেছে, একটা ভালো মত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন কর।

কয়েকটি ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়ে প্রচুর আহারাদি করে রাত আটটা নাগাদ ডেভিড বেরিয়ে পড়লো। সমুদ্রের তট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে উঠলো মিষ্টার পিগোটির নৌকা-ভবনে। ভিতরে ঢুকেই দেখে ঘরের আবহাওয়া আনন্দের উত্তেজনায় সরগরম হয়ে উঠেছে। মিষ্টার পিগোটি খুব হাসছেন আর তার সামনে হ্যাম ও এমিলি দাঁড়িয়ে আছে। ডেভিডকে দেখেই হ্যাম চীৎকার করে উঠলো—মাষ্টার ডেভি, মাষ্টার ডেভি এসেছেন !

মিষ্টার পিগোটি ডেভিডকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন—আশ্চর্য্য ব্যাপার, আর কোন দিন নয়, ঠিক আজ

রাত্রেই আপনি এখানে এসে পড়েছেন? আজ বড় আনন্দের দিন, এমিলির সঙ্গে আজ হ্যামের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল।

এমিলি লজ্জা পেয়ে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল।

হাসি ও গল্পে আরো ঘণ্টা ছুয়েক সেখানে কাটিয়ে বিস্কুট ও সরবৎ খেয়ে ডেভিড তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

পিগোটির বাড়ীতে ডেভিড দিন পনেরো কাটিয়ে দিল। কখনো এমিলিদের বাড়ীর সামনে সাগর-সৈকতে বসে তরঙ্গ-গর্জ্জন শুনতো, কোন দিন বা ব্লানডারষ্টোনে গিয়ে পিত-মাতার সমাধিক্ষেত্রের পাশে চিন্তাচ্ছন্ন মনে বসে থাকতো। তাদের পুরানো বাড়ীটায় এখন অন্য লোক ভাড়া থাকে। গাঁয়ের বুকে আর চেনা মানুষ চোখে পড়ে না। তবু বাল্যের পরিচিত জন্মস্থানে ঘুরতে ফিরতে ডেভিডের ভালো লাগে।

ঠাকুমার এক চিঠি এলো: ডেভিডের প্রতীক্ষায় তিনি লণ্ডনের এক হোটেলে অপেক্ষা করছেন।

ডেভিড লণ্ডনে ফিরতেই ঠাকুমা বললেন—তোমাকে আমি প্রোক্টরের কাজ শিখতে দোব বলে ঠিক করেছি, তোমার কি মনে হয়?

প্রোক্টরের কাজ অনেকটা এটর্ণীগিরির মত আইন ব্যবসায়।

ডেভিড বললো—আপনি যা ঠিক করে দেবেন আমি তাই করবো। কিন্তু ওতে তো অনেক টাকা খরচ লাগবে?

—তা তো লাগবেই। হাজার পাউণ্ড খরচ হবে?

—আপনি আমাকে এত টাকা খরচ করে লেখাপড়া শেখালেন, আবার এত টাকা খরচ করবেন। এতো টাকা ব্যয় করবার ক্ষমতা আপনার আর আছে কি না জানি না। তা'ছাড়া আমার জন্য এতো টাকা খরচ করা সঙ্গত হবে কি না তা একবার ভেবে দেখুন। আমি না হয় অন্য কোন কাজ শিখি যাতে খরচ কম হবে।

ঠাকুমা বললেন—দেখ ট্রট, আমার নিজের ছেলেমেয়ে নেই, তুমিই আমার ছেলের মত। তোমাকে ঠিক মত মানুষ করে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য। তুমি যে দিন ছেঁড়া কাপড় পরে ধূলো মেখে ভিখারীর মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন শুধু আমার মনে পড়েছিল তোমার বাপ-মায়ের কথা। তোমার বাবার আত্মীয় হতে আমি পারতাম। তা'হলে হয়তো অমন ভাবে তোমার মাকে মরতে হোত না। সেই কথা ভেবেই তোমাকে সেদিন কোলে তুলে নিয়েছিলাম। আমার সে আশা আজ সফল হয়েছে। এখন আমার যা কিছু আছে সে সব তো তোমারই। শুধু আমি আর যে ক'দিন

বাঁচি, তুমি আমার অত্যাচারগুলো একটু সহ্য করে চলো, তা'হলেই আমি খুসি হবো। শুধু মনে রেখো, তোমার ঠাকুমা তোমারই মত সারা জীবন শুধু দুঃখই পেয়েছেন···যাক্, টাকা-পয়সার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। কাল সকালে আমরা এটর্ণীর বাড়ী যাবো।

পরদিন ঠাকুমা স্পেনলো এণ্ড জার্কিন্স-এর আফিসে ডেভিডকে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলেন। সেখানে আইন শিক্ষার জন্য হাজার পাউণ্ড জমা দিতে হোল।

তারপর ঠাকুমা নদীর ধারে একখানি দোতলা ঘর ভাড়া নিলেন, ডেভিডের থাকার জন্য। বাড়ীওয়ালী মিসেস্ ক্রীপকে বিশেষ করে বললেন, তিনি যেন ডেভিডের যত্ন করেন এবং নিজের ছেলের মত দেখাশুনা করেন।

সব বন্দোবস্ত ঠিক করে পরদিন ডোভার-গামী ট্রেনে ঠাকুমা বাড়ী ফিরে গেলেন।

www.arisumu.com

একদিন সকালবেলা ডেভিড আগ্‌নেসের এক চিঠি পেলে, সেদিনই একবার দেখা করার জন্য বিশেষ করে লিখেছে।

বিকাল বেলা সে আগ্‌নেসের বাড়ী গেল।

অনেকদিন পরে আগ্‌নেসের সঙ্গে দেখা, দু'জনে অনেক কথাই হোল।

আগ্‌নেস জিজ্ঞাসা করলো—ইউড়িয়া হিপের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—না, সে কি এখন লণ্ডনে আছে নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি আসার সপ্তাহখানেক আগে সে এখানে এসেছে। নীচের তলায় আপিস ঘরে সে রোজ আসে। তবে এবার তার মতি-গতি খুব ভালো বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে সে বোধ হয় বাবার আফিসের অংশীদার হবার চেষ্টা করছে।

—কী !—ডেভিড জ্বলে উঠলো—ওই হতভাগাটার এতো বড় দুঃসাহস ! তা তুমি কিছু বলনি ?

আমি কি বলবো ? ইউড়িয়া অত্যন্ত চতুর। সে সময়-সুযোগ বুঝে বাবাকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। বাবা এখন তাকে ভয় করেন। এখন তাকে অংশীদার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাবার বোঝা তাতে অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। তিনি স্বস্তি পাবেন সেই কথা ভেবেই আমি কোন আপত্তি করিনি। আমার জন্যই তো তাঁর যত ভাবনা। তার উপর আবার তাঁকে বিব্রত করি কেন ?

শেষে আগ্‌নেস চোখ মুছতে মুছতে বললো—আমি শুধু

তোমায় একটা অনুরোধ করছি, হিপের সঙ্গে তুমি বন্ধুভাব বজায় রেখো। বাবার কথা ভেবে আমার কথা মনে রেখো। তুমি তাকে ক্ষমা করো—

পরদিন আগ্‌নেসের বাড়ীতে ডেভিডের নিমন্ত্রণ ছিল। ইউড়িয়াও ছিল' সেখানে।

আহারাদি শেষ করে দু'জনে একসঙ্গেই বের হোল। ডেভিড বললো—চলুন না, আমার বাড়ীতে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খেয়ে আসবেন।

—কিন্তু আমার মত একজন নগণ্য মানুষ কি আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কফি খাবার যোগ্য?

—তাতে কি হয়েছে। চলুন চলুন—

—নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি সানন্দে যাবো—

বাড়ী পৌঁছে ইউড়িয়াকে ঘরে বসিয়ে ডেভিড কফি তৈরীর উদ্যোগ করলো।

ইউড়িয়া বললো—সত্যি মাষ্টার কপারফিল্ড, আপনি আমার জন্য কফি তৈরী করবেন, এ আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। আমার অদৃষ্টের চাকা বোধ হয় ঘুরে যাচ্ছে। ক'বছর আগে আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন মনে আছে, যে, একদিন মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের কারবারের নাম হবে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড এণ্ড হিপ্‌। সেই দিনই আপনি আমার মনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছেন। তখন

সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই বোধ হয় তা সম্ভব হবে। তবে আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের অংশীদার হবার যোগ্যতা আমার কই!

এক পেয়ালা কফি শেষ করে ইউড়িয়া আবার এক পেয়ালা নিল। তারপর আবার বলতে সুরু করলো—তবে আমার একটা সান্ত্বনা কি জানেন মাষ্টার কপারফিল্ড, আমি নিতান্ত নগণ্য হয়েও মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের উপকার করতে পেরেছি, তাঁকে দুর্দ্দিন থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। যাক্‌, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি বোধ হয় আমার উপর রাগ করছেন···

ডেভিড বললো—না, না। আমি আরও দেরীতে শুতে যাই, যা বলবেন বলুন না।

—ধন্যবাদ মাষ্টার কপারফিল্ড, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, তাই এতো কথা বলছি। আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন, মনে আছে, যে, আগ্‌নেসের মত মেয়ে নেই। কথাটা আমি ভুলিনি। আমি আগ্‌নেসকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি এবং এখন থেকে আমি সেই জন্য সবদিক্‌ থেকে প্রস্তুত হচ্ছি। জানেন তো আমি অতি নগণ্য লোক, আমার মাও নগণ্য ঘরের মেয়ে।

রাগে ডেভিডের মাথার মধ্যে রি-রি করছিল. ইচ্ছা করছিল একটা উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে শয়তানকে গেঁথে ফেলে শিক-কাবাব তৈরী করে। কিন্তু শুধু আগ্‌নেসের জন্যই তা পারলো

www.arisumu.com

না। আগ্নেস তাকে বন্ধুভাব বজায় রাখতে অনুরোধ করেছে। কোন রকমে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ডেভিড শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আগ্নেসকে বলেছেন বিয়ের কথা ?

—না না, মাষ্টার কপারফিল্ড। আপনি ছাড়া কাউকে আমি একথা বলিনি। হীন দুরবস্থা থেকে আমি খানিকটা উন্নতি করেছি। তার বাপকে নানা দুর্যোগ থেকে আমি রক্ষা করে আসছি। সেই কথা যখন সে ভালো করে জানবে, তখন পিতৃভক্ত মেয়ে নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হবে।

পাজীটার মনের কথা এখন ডেভিডের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই কদাকার পাষণ্ডটা আগ্নেসের স্বামী হবে ভাবতেও ডেভিডের কষ্ট হচ্ছিল।

এদিকে কথা বলতে বলতে রাত একটা বেজে গেল। অতো রাত্রে হিপের আর বাড়ী ফেরা হোল না। ডেভিডের ঘরেই সে রাতটা তাকে কাটাতে হোল।

পরদিন ভোরবেলা সে চলে যাবার পর ডেভিড স্বস্তি পেলো। তার মনে হোল যেন রাত্রির অন্ধকার এতক্ষণে তার ঘর থেকে বিদায় নিল।

* * *

* *

*

তারপর স্পেনলো এণ্ড জার্কিন্সে ডেভিডের শিক্ষানবিশী সুরু হোল।

সপ্তাহ দুই পরে মিষ্টার স্পেনলো একদিন ডেভিডকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। নরউডে বাগানওলা সুন্দর একখানি বাড়ীতে তিনি থাকতেন। তাঁর স্ত্রী বহুদিন মারা গেছেন। একমাত্র মেয়ে ডোরাকে নিয়ে তাঁর সংসার। ডোরা প্যারিসের এক ইস্কুলে পড়াশুনা করে সম্প্রতি ফিরেছে।

মিষ্টার স্পেনলো ডেভিডের সঙ্গে ডোরার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে—যেন স্বর্গের কোন অপ্সরী। যেমন মিষ্টি তার গলা, তেমনি সুন্দর তার স্বর।

আর একটি মহিলা এতক্ষণ ডোরার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে কথা বললো—মাষ্টার কপারফিল্ডকে আমি আগেও দেখেছি।

গলা শুনে ডেভিড চমকে উঠলো। তাকিয়ে দেখে মিস্ মার্ডষ্টোন, বললো—মিস্ মার্ডষ্টোন, আপনি এখানে ? আপনার ভাই ভালো আছেন তো ?

—মিষ্টার মার্ডষ্টোন ভালো আছেন। ধন্যবাদ।

মিষ্টার স্পেনলো বললেন—তোমাদের আগে থেকে পরিচয় আছে দেখছি।

মিস্ মার্ডষ্টোন বললেন—হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে দূর সম্পর্কের

www.arisumu.com

একটা আত্মীয়তাও আছে। তবে বহুদিন দেখাশুনা নেই। নাম না শুনলে চিনতে পারতাম না।

মিস্ মার্ডষ্টোন ওখানে চাকরী নিয়েছেন। ডোরার সঙ্গিনী হিসাবে কাজ করেন। ডেভিডকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—ডেভিড, এখানে আমাদের পারিবারিক কথা না তোলাই ভালো। অতীতের কথা আমাদেরকে ভুলে যেতে হবে।

ডেভিড বললো—আপনি ও আপনার ভাই আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, আমি কোনদিন তা ভুলতে পারবো না। আমার মায়ের সঙ্গেও আপনারা ভালো ব্যবহার করেন নি। তবে সে-সব কথা এখানে আলোচনা করলে আপনার চাকরী থাকবে না। সেইজন্য সেই সব কথা আমি তুলবো না।

কথায় কথায় ডোরা ডেভিডকে বললো—মিস্ মার্ডষ্টোনকে আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে। বাবা যে কেন ওই বুড়ীটাকে আমার সঙ্গিনী করে রেখেছেন আমি তো ভেবে পাইনে। মুখখানা সবসময়েই অন্ধকার, যেন পোড়া হাঁড়ি!

সেদিন ওদের বাড়ী থেকে ফিরে আসবার পরেও ডোরার কথা ডেভিডের মন জুড়ে রইলো; সময় অসময়ে ডোরার মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

ডেভিড একদিন পিগোটির একখানি চিঠি পেলে—মিষ্টার বার্কিসের বড্ড অসুখ। তোমাকে একবার দেখতে চায়।

সেইদিনই বিকালবেলা সে বেরিয়ে পড়লো।

ইয়ারমাউথ পৌঁছাতে রাত হোল।

মিস্টার বার্কিসের অবস্থা তখন সত্যই বড় খারাপ। পিগোটি বললো—কথা বন্ধ হবার আগে পর্য্যন্ত শুধু তোমারই নাম করেছে!

মিষ্টার বার্কিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে পিগোটি বললো—বার্কিস দেখ, আমার ছেলে মাষ্টার ডেভি এসেছে। দেখ, তার সঙ্গে কথা বলবে না?

কোন সাড়া নেই। ডেভিডের চোখে জল ভরে এলো।

পিগোটি আরেকবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো—বার্কিস দেখ, মাষ্টার ডেভি এসেছে—

এবার যেন বার্কিস শুনতে পেলো। চোখ চাইলো। ডেভিডকে চিনতে পারলো। করমর্দ্দন করার জন্য হাতখানা বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো, তারপর হেসে বলে উঠলো—বার্কিস এখনও রাজী আছে!

তারপরেই আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর তার জ্ঞান ফিরলো না।

ব্লানডারষ্টোনের যে চার্চে ডেভিডের মায়ের সমাধি

হয়েছিল, বার্কিসের মৃতদেহেরও সেইখানেই সদ্গতি করা হোল।

বার্কিস একটা উইল করে গিয়েছিল। সেটা পড়ে ডেভিড অবাক্ হয়ে গেল। বার্কিস তিন হাজার পাউণ্ড জমিয়ে গেছে। সেই টাকাটা তার অবর্ত্তমানে ডেভিড, এমিলি ও পিগোটির মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

পিগোটিকে সঙ্গে নিয়েই ডেভিড লণ্ডনে ফিরলো!

www.arisumu.com

একদিন বিকালে আপিস থেকে ফিরে এসে ডেভিড অবাক্ হয়ে গেল। ঠাকুমা আর ডিক্ তার ঘরে বসে চা খাচ্ছেন। বাড়ীর যত জিনিসপত্র সবই তিনি সঙ্গে এনেছেন। ছুটো পাখী আর বিড়ালটা তাঁর পাশে বসে আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মহিলা সংস্করণ!

ডেভিড বললে—আশ্চর্য্য! আপনি কখন এলেন?

ঠাকুমা বললেন—আমি একেবারে বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। যা কিছু আমার ছিল সবই আমি সঙ্গে এনেছি। আমার টাকা পয়সা যা ছিল একটা কারবারের গোলমালে সে-সব ডুবে গেছে, শুধু বাড়ীখানা আছে, ওইটাই ভাড়া দিয়ে এখন

চালাতে হবে। তুমি আমাকে এইখানেই কাছাকাছি শোবার একখানা ঘর ঠিক করে দাও। সেইখানেই জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দোব।

ঠাকুমা খুব শান্তভাবে কথা বললেও ডেভিডের মনে ঝড় উঠলো! এখন কার খরচে সে পড়াশুনা চালাবে তাই একটা প্রশ্ন।

সারারাত ভেবে ডেভিড ঠিক করলো—পড়াশুনা এইখানেই শেষ করে রোজগারের চেষ্টা করতে হবে। তবে স্পেনলোর কাজে ভর্ত্তি হবার সময় সে হাজার গিনি জমা দিয়েছিল। কাজ তো শেখা হোল না, যদি সেই হাজার গিনির কিছুটা ফেরত পাওয়া যায় তারই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ডেভিড স্পেনলোর আপিসে গেল।

সব শুনে স্পেনলো বললেন—বড়ই ছুঃখিত হচ্ছি কপারফিল্ড, আমাদের কাজে টাকা ফেরত দেবার কোন রীতি তো নেই। তাছাড়া কারবার তো আমার একার নয়, মিষ্টার জার্কিন্সও আছেন। তিনি এতে মোটেই রাজী হবেন না।

—আমি যদি মিষ্টার জার্কিন্সকে রাজী করাতে পারি?

—আমি জানি তিনি রাজী হবেন না।

আর কথা চলে না। টাকার আশা ছেড়ে দিয়ে হতাশ-চিত্তে ডেভিড বাড়ী ফিরে এলো।

দুর্দ্দিনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য ডেভিড মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় একদিন একখানি ভাড়াটে গাড়ী এসে থামলো তার দরজার সামনে। গাড়ী থেকে নাবলো আগ্‌নেস। ডেভিড তাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এলো।

ঠাকুমা ইতিমধ্যে আগ্‌নেসকে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি পেয়েই আগ্‌নেস এসেছে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় আগ্‌নেস বললো—ইউড়িয়া হিপ্‌ বাবার কারবারের অংশীদার হয়েছে। তারপর থেকে তারা মা-ছেলে আমাদের বাড়ীতেই থাকে! বাড়ীর ব্যবস্থা এখন একেবারে সব বদলে গেছে। ইস্কুলে পড়ার সময় যে বাড়ী ডেভিড দেখেছিল, সে বাড়ী আর নেই। সব সময়েই ইউড়িয়া বাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। বাবার যত কিছু অবনতি সবই ওর জন্য।

ডেভিড বললো—আমার যদি শক্তি থাকতো আমি ওকে ওখান থেকে দূর করে দিতাম।

তারপর ঠাকুমা তার নিজের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা বললেন, যতগুলো কারবারে তার টাকা খাটছিল তার প্রত্যেকটি দেউলে হয়ে গেছে। এখন বাড়ীটার ভাড়া ছাড়া আর কোন সংস্থান নেই। বছরে হয়তো সত্তর পাউণ্ড ভাড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু তা দিয়ে ঠাকুমা, ডিক্‌ ও ডেভিড, তিনটি লোকের চলবে কেমন করে?

ডেভিড বললো—আমি একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নিই—

আগ্‌নেস বললো—তা'হলে তুমি এক কাজ কর। ইস্কুলের সেই ষ্ট্রং সাহেবকে তোমার মনে আছে তো? তিনি একজন সেক্রেটারী খুঁজছেন। পুরানো ছাত্র পেলে তিনি খুসি হবেন। কাল বিকালে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর না।

তখনই বসে ডেভিড একখানি চিঠি লিখে দিল ডাক্তার ষ্ট্রংয়ের নামে। জানালো যে কাল সকাল দশটার সময় সে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

ইতিমধ্যে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড ও ইউড়িয়া হিপ্‌ এসে পড়লো। মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডকে আর চেনা যায় না। চোখ দুটি লাল, শরীরও যেন কাঁপছে। আর তাঁর পিছনে ইউড়িয়া হাসছে শয়তানির হাসি।

কথায় কথায় উইক্‌ফিল্ড বললেন—ইউড়িয়া হিপ্‌ খুব কাজের লোক। ওকে ভাগীদার পেয়ে আমার অনেক দুর্ভাবনা দূর হয়েছে!

ইউড়িয়া গদগদভাবে বলে উঠলো—উনি আমাকে বিশ্বাস করেন, স্নেহ করেন, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার, এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের দুশ্চিন্তা লাঘব করার জন্য আমি সব সময়েই চেষ্টা করি। সেইজন্যই আজকাল ওর শরীরটা আগের চেয়ে অনেকটা ভালো হয়েছে। তাই না মিষ্টার কপারফিল্ড?

মুখোমুখি লোকে এমন মিথ্যা বলতে পারে ডেভিড তা

ভাবতেও পারেনি। ইউড়িয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল, ও যেন একটা লাল খেঁকশিয়াল—ধূর্ত্তামির প্রতিমূর্ত্তি।

www.arisumu.com

ডেভিড পরদিন সকালে ডাক্তার ষ্ট্রংয়ের সঙ্গে দেখা করলো। বার্ষিক সত্তর পাউণ্ড মাইনেতে তাঁর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ সুরু করে দিল।

সর্টহ্যাণ্ড শিখলে প্রচুর অর্থাগম হয় বলে ডেভিড শুনেছিল। একখানি সর্টহ্যাণ্ডের বই কিনে সে রীতিমত অভ্যাস সুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরবেলা স্পেনলোর আপিসে যেতেই তিনি ডেভিডকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মিস্ মার্ডষ্টোনও সেখানে ছিল। স্পেনলো বললেন—মিস্ মার্ডষ্টোন, চিঠিগুলো ওকে দেখাও তো—

মিস্ মার্ডষ্টোন তার হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর থেকে এক তাড়া চিঠি বের করে দিল। স্পেনলো বললেন—এগুলো সব তোমারই তো লেখা কপারফিল্ড?

চিঠি দেখে ডেভিড বললো—হ্যাঁ, এগুলো আমারই চিঠি বটে!

মিস্ মার্ডষ্টোন বললো—এই চিঠিগুলো ডেভিড ডোরাকে লিখেছিল, আমি কৌশলে এগুলো সংগ্রহ করেছি।

—এই চিঠিগুলি লেখা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে মাষ্টার কপারফিল্ড—স্পেনলো বললেন।

—আজ্ঞে, আমি ডোরাকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি।

—চুপ কর। আমার মেয়ের পদমর্য্যাদার কথা তুমি ভেবে দেখেছ? কি রকম ঘর-বরে তার বিয়ে হওয়া উচিত, তা ভেবেছ? আমার সমস্ত টাকা-পয়সা আমার মেয়েই পাবে তা তুমি জান?

—আমি টাকা-পয়সার জন্য আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইনি।

—চুপ কর। আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে বিয়ে করলে আমি ডোরাকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবো। তবে তুমি যদি তার ভালো চাও, তা'হলে তার কথা ভুলে যাও। আমি ইতিমধ্যে তাকে আবার প্যারিসে পাঠিয়ে দিই পড়াশুনা করতে। কি করা উচিত তুমি ভেবে দেখগে—

ডেভিড চিন্তিতমুখে নিজের চেয়ারে এসে বসলো। তারপর মিষ্টার স্পেনলোকে একখানি চিঠি লিখলো:

'আমারই অন্যায় হয়েছে, ডোরাকে এজন্য আপনি দোষী করবেন না, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

পরদিন শনিবার। ডেভিড আপিসে গিয়ে শুনলো মিষ্টার স্পেনলো হঠাৎ মারা গেছেন। রাত্রে সহর থেকে ফিটন হাঁকিয়ে ফিরছিলেন, ঘোড়ার রাশ ছিঁড়ে গাড়ীর উপর থেকে পড়ে যান। সেই যে অজ্ঞান হয়ে যান, আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।···

পরে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ব্যবস্থা করার সময় দেখা গেল তিনি যা উপায় করতেন, খরচ করতেন তার চেয়ে বেশী। অনেক টাকা ঋণ। দেনার দায়ে আসবাব-পত্র নীলামে উঠলো, বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল, শেষ অবধি মাত্র এক হাজার পাউণ্ড রইলো ডোরার জন্য।

এখন আর ডোরা বড়লোকের মেয়ে নয়। গরীব ডেভিডকে বিয়ে করতে তার আর কোন বাধা থাকে না। ইতিমধ্যে ডেভিডের আয়ও বেড়েছে। সর্টহ্যাণ্ডে পার্লামেন্টের বক্তৃতা লিখে সে খবরের কাগজের জন্য পাঠিয়ে দেয়। তা'ছাড়া সাময়িক পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প প্রবন্ধ লিখেও কিছু কিছু টাকা পায়।

এই বিয়েতে সব চেয়ে খুসি হলেন ডেভিডের ঠাকুমা।

তারপর প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন ডেভিড একখানি চিঠি পেলো, মিষ্টার মিকবার ডেভিডকে

নিমন্ত্রণ করেছেন, তার আত্মীয়দেরকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে লিখেছেন। বিশেষ জরুরী কথা আছে।

মিকবার এখন উইক্‌ফিল্ডের আপিসে চাকরী করেন। মিষ্টার হিপ্ তাঁর সব দেনা শোধ করে দিয়ে নিজের কাজে নিয়োগ করেছেন, চুক্তি করে নিয়েছেন যে, মিকবার এখানে যা কিছু করবে বাইরে তা প্রকাশ করা চলবে না।

উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীর আপিস ঘরে মিকবার কাজ করছিলেন, তারা যেতেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি বলুন তো?

তেমন বিশেষ কিছু নয়—মিকবার বললেন—চুরি জোচ্চুরি, সয়তানি, ষড়যন্ত্র সব পুঞ্জীভূত হয়েছে ওই একটি মানুষের মধ্যে—সে হিপ্। আসুন তার সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিই।

মিকবার সবাইকে বরাবর হিপে্র ঘরে নিয়ে গেলেন।

হিপ্ এতগুলো লোককে একসঙ্গে দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো—আসুন আসুন, আপনাদের সকলের একসঙ্গে দেখা পেলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য। বসুন বসুন—

সকলে বসলো।

মিস্ আগ্‌নেসকে খবর পাঠান হোল।

হিপ্ বললো—মিষ্টার মিকবার, তুমি তা'হলে এখন কাজ করগে—

www.arisumu.com

কিন্তু মিকবারের যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

—কি, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?—ইউড়িয়া বললো।

—আমার ইচ্ছা—মিকবার বললো।

—বুঝেছি, তোমার আর এখানে চাকরী করার ইচ্ছে নেই। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে এখুনি আমি সব হিসাব চুকিয়ে দিচ্ছি—

—তোমার সঙ্গে অনেক হিসাব আমি চুকিয়েছি, পাজী, সয়তান!

ইউড়িয়া চমকে উঠলো, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—ও! এ একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র। তোমরা সবাই বন্দোবস্ত করে এখানে এসেছ। কিন্তু সাবধান, এতে তোমাদের কোন লাভ হবে না। মাষ্টার কপারফিল্ড, তুমি আমার কেরাণীকে ঘুষ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছ; কিন্তু সাবধান, তুমিও আমাকে চেনো, আমিও তোমাকে চিনি। ভালো চাও তো এখনই এখান থেকে বিদায় হও। মিকবার, তুমিও যাও—

—নিশ্চয়ই যাবো, তবে তার আগে তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করে যাবো—তোমার মুখোস আমি খুলে দিচ্ছি—

ইউড়িয়া বললো—মিস্ ট্রট্‌উড, আপনার এখুনি এসব গোলযোগ বন্ধ করা উচিত। মিস্ আগ্‌নেসকেও আমি বলছি, ওই লোকগুলো আমাকে অপমান করতে এসেছে, ওদের

মাঝে তোমার থাকা উচিত নয়। তুমি যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও তা'হলে তুমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনবে। তুমি এখান থেকে যাও—

আগ্‌নেস কিন্তু সেখান থেকে নড়লো না।

ইতিমধ্যে মিকবার পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে পড়তে সুরু করে দিল—মিস্ ট্রট্‌উড ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী আমি আজ আপনাদের কাছে এমন এক ভদ্রলোকের পরিচয় দোব, যে উপরে ভদ্রলোক হলেও ভিতরে সয়তান ছাড়া আর কিছু নয়। আমার জন্ম থেকেই আমি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছি, অভাবের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি উইক্‌ফিল্ড এণ্ড হিপের কারবারে প্রবেশ করি। দু'জনের নামে কারবার হলেও, আসলে কিন্তু সবই হিপ্ আর হিপ্—জালিয়াৎ হিপ্! জোচ্চোর হিপ্!

হিপ্ তাড়াতাড়ি কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু মিকবার তৎক্ষণাৎ তার হাতে এমন এক আঘাত করলেন যে হিপ্ যাতনায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো। মিকবার পড়তে লাগলো—হিপ্ বাইরে খুব ভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের সর্ব্বনাশ করছিল। তার সব সময় চেষ্টা ছিল, কি করে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডকে কারবার থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে উইক্‌ফিল্ডের নাম হিপ্ বহুবার জাল করেছে। আমি একটি বছর ওর কাছে কাজ করেছি, তার ফলে ওর

কোন গুপ্তকথা আমার আর অজানা নেই। ওর বিরুদ্ধে আমার তিন দফা অভিযোগ আছে ঃ

প্রথম—হিপ্ মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডকে মদের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে ; প্রচুর মদ খাইয়ে যখন তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখন তাঁকে দিয়ে অনেক দলিল-পত্রে সই করিয়ে নেয়। এই ভাবে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের নামে ব্যাংক থেকে হিপ্ সম্প্রতি বাষট্টি হাজার টাকা তুলে নিয়ে এমন এক কারবারে লাগিয়েছে যে নামে কোথাও কোন কারবার নেই। পরে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডকে দেখিয়েছে যে, কারবার ফেল হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে টাকাটা হিপের নামে ব্যাংকে জমা হয়েছে।

দ্বিতীয়—হিপ্ ধারাবাহিক ভাবে জাল করে হিসাবের খাতা পুড়িয়ে দিয়ে নকল খাতা তৈরী করেছে। সেই খাতায় ও দেখিয়েছে যে, মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডকে অনেক টাকা সে ধার দিয়েছে। তার ফলে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড মারা গেলে দেনার দায়ে সমস্ত কারবারটা হিপেরই হয়ে যাবে।

ইউড়িয়া চীৎকার করে উঠলো—প্রমাণ করতে পার ?

মিকবার বললো—নিশ্চয়। যে খাতাখানা পুড়িয়ে দিয়েছিলে তার ছাইগুলো এখনও আমার কাছে কাছে।

আমার তৃতীয় অভিযোগ—ইউড়িয়া হিপ্ একখানি দলিলে সম্প্রতি মিষ্টার উইক্‌ফিল্ডের সই জাল করেছে, তাতে মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড তাঁর বাড়ীঘর, জিনিসপত্র সব হিপ্‌কে বেচে

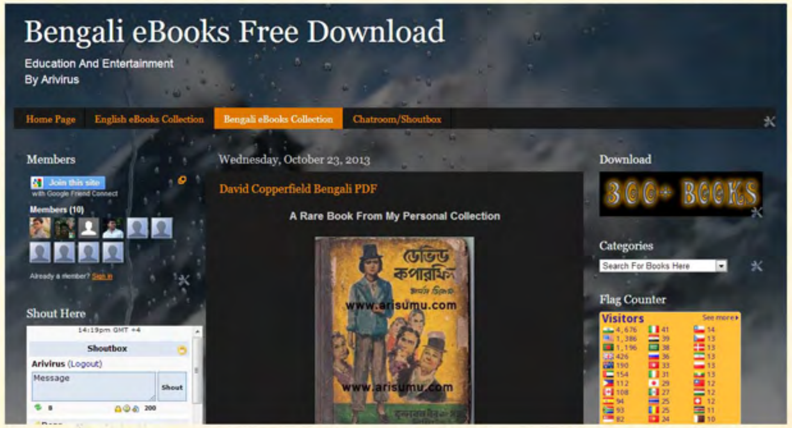

www.arisumu.com

www.arisumu.com

মিকবার বললো—হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি —পৃষ্ঠা ৯১

দিচ্ছেন, কারণ নকল খাতায় হিসেব কষলেই দেখা যাবে যে, তিনি দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন।

এই তিনটি অভিযোগের প্রত্যেকটি আমি প্রমাণ করতে পারি। এত বড় জোচ্চোরের ঠিকমত শাস্তি না হলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। এর জন্যে আমি কারুর কাছ থেকে কোন পুরস্কার চাই না, কোন লাভের আশাও রাখি না। একটা পরিবারের উপকার করতে পারলাম এইটুকুই আমার লাভ। সেইজন্যই আমি এখানে সামান্য বেতনে অভাব ও অর্থকষ্টের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে এই সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, এবার আমার কর্ত্তব্য শেষ হলেই আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো—

মিকবার কাগজখানি ভাঁজ করে ঠাকুমার হাতে দিলেন।

ইউড়িয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরের মাঝে একটা লোহার সিন্দুক ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেললো, কিন্তু সিন্দুকের ভিতর কোন কাগজ-পত্র নেই দেখে সে চীৎকার করে উঠলো—আমার কাগজ-পত্র কোথায় গেল? চোর! সব চুরি করেছে।

—হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি, তোমার সকল কীর্ত্তি প্রমাণ করবো বলে। সকাল বেলা তুমি আমাকে চাবি দিয়েছিলে, তখনই আমি সিন্দুক খুলে সব বের করে নিয়েছি।

ঠাকুমা এতক্ষণ সব কথা চুপ করে শুনছিলেন, সহসা লাফিয়ে উঠে ইউড়িয়ার গলা টিপে ধরলেন। বললেন—এবার

তোকে আমি চিনতে পেরেছি। উইক্‌ফিল্ডের কারবারে টাকা লগ্নী করে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। সেই সব টাকা তোরই পকেটে গেছে। সে সব টাকা আমার এখনই চাই। ট্রট, আদায় করে নাও।

সবাই অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে ঠাকুমার হাত থেকে হিপ্‌কে মুক্ত করলো। ঠাকুমা বললেন—আমি ভেবেছিলাম, টাকাটা মিষ্টার উইক্‌ফিল্ড খরচ করে ফেলেছেন, তাই এতদিন চুপ করে ছিলাম, কাউকে সে-কথা বলিনি। এখন দেখছি, এই ব্যাটারই ওই সব কাজ!

ইউড়িয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা এখন কি করতে চান?

ডেভিড বললো—সমস্ত কাগজ-পত্র দলিল সব এখুনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দাও।

—যদি না দিই?

—না দিলে, এখুনি জেলে যেতে হবে, আমি এখনি পুলিশ ডেকে আনবো। আর তুমি তো বুঝতেই পারছ প্রমাণের অভাব হবে না।

ইউড়িয়া এবার ভয় পেলো। কাগজ-পত্র সব বের করে দিল। কিন্তু রাগে গরগর করতে লাগলো—কপারফিল্ড, আমি তোমাকে ঘৃণা করি···মিকবার, আমি তোমাকে দেখে নেবো···

তখন অতো বড় বড় কথা বললেও শেষ অবধি জালিয়াতির দায়ে হিপ্‌কে জেলে যেতে হোল।

www.arisumu.com

এদিকে মিষ্টার মিকবার তো আবার বেকার হয়ে পড়লেন। তবে এবার আর তাঁকে বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হোল না। ঠাকুমা বললেন—তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তোমার জন্য ততটা আমরা করতে পারবো না। আমরা তোমাকে কিছু টাকা জোগাড় করে দিই। তুমি অষ্ট্রেলিয়া চলে যাও, সেখানে সেই মূলধন দিয়ে যে কোন একটা ব্যবসা স্বুরু করবে।

—কিন্তু দান আমি নোব না—মিকবার বললেন—তবে যদি আপনারা হ্যাণ্ডনোটে আমাকে টাকা ধার দেন তো নিতে পারি।

—বেশ, তাই দোব,—ঠাকুমা বললেন।

ক'দিনের মধ্যে টাকা যোগাড় হয়ে গেল। মিকবার সপরিবারে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করলেন।

* * *

* *

কিছুদিন ধরে ডোরার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। হঠাৎ সে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। শেষে একদিন ডাক্তার এসে বললো—ওর জীবনের আশা কম !

আগ্‌নেস্‌কে দেখবার জন্য ডোরা উৎসুখ হয়ে উঠলো।

খবর পেয়েই আগ্‌নেস্‌ এলো।

আগ্‌নেসের কোলে মাথা রেখেই ডোরা চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লো।

ডেভিড শোকে অধীর হয়ে পড়লো। বাড়ীঘর ছেড়ে কিছুদিনের মত সে বেরিয়ে পড়লো বিদেশে ঘুরতে।

www.arisumu.com

শান্তির সন্ধানে দেশের পর দেশ ঘুরতে ঘুরতে মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগলো। কত শত প্রাসাদ ও মন্দির, মনুমেণ্ট ও আর্ট-গ্যালারীর ভিতর দিয়ে তার সময় এগিয়ে চলে। কখন পার্ব্বত্য উপত্যকায়, কখন অরণ্যের প্রান্তে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। কখন-বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গমালার নীচে দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতের সঙ্গীত শোনে। ইতালীর আঙ্গুর ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় যেন কোন্‌ রাখালের বাঁশীর সুর মেঘের কিনারা থেকে ভেসে আসছে। একান্ত নিরালায় নিজেকে ভালো লাগে।

ক্রমশঃ কালের প্রলেপ্‌ পড়ে মনের উপর। দীর্ঘ তিনবছর পরে ডেভিড একদিন আবার দেশে ফিরলো।

এই তিনটি বছর ব্যর্থ যায়নি।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে থাকার সময় ডেভিড একখানি উপন্যাস শেষ করেছিল। সেই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। সুদূর বিদেশেও সেই খ্যাতির রেশ ডেভিডের কানে গিয়ে পৌঁছালো।

সবার আগে আগ্‌নেসের সঙ্গে ডেভিড দেখা করলো। ছেলেবেলা থেকে সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, এই মেয়েটি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আগ্‌নেসকে জিজ্ঞাসা না করে ডেভিড কিছু করতে পারতো না।

ঠাকুমা বললেন—ও, তোমাকে ভালোবাসে। তুমি ওকে বিয়ে কর, সুখী হবে !

একদিন ডেভিড আগ্‌নেসের কাছে বিয়ের কথা পাড়লো। আগ্‌নেস রাজী হোল। বললো—জান, ডোরা আমাকে মরবার আগে কি কথা বলে গিয়েছিল ! বলেছিল, ‘আমি তো চললাম, কিন্তু তুমি আমার শেষ অনুরোধ রেখো ; আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করে আমার স্বামীকে সুখী করো।’

আগ্‌নেসের চোখে জল এলো।

ডেভিডের চোখও শুষ্ক রইলো না।......

তারপর কয়েকটি বছর কেটে গেছে।

লেখক হিসাবে ডেভিডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে।

একদিন অষ্ট্রেলিয়া থেকে একখানি চিঠি এলো :

আপনার বই পড়েছি। আপনার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনি আরও লিখুন, এখানে আপনার ভক্ত আমরা অনেকেই আছি। আমরা সবাই আপনার লেখা পড়তে ভালবাসি—সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসে, তিনি কে জানেন ?—সে উইলকিন্স মিকবার, ম্যাজিষ্ট্রেট।

মিকবার এখন অষ্ট্রেলিয়ার একজন নামকরা হাকিম।

ডেভিড এখন একজন নামকরা লেখক।

www.arisumu.com

Scanned By Arivirus

শেষ